CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 June, 2020 ■ আগরতলা, ২৩ জুন, ২০২০ ইং ■ ৮ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অম্বুবাচিতে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের বাইরে নিয়মরক্ষার সিঁদুর খেললেন মহিলারা। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

অম্বুবাচিতে মন্দিরের বাইরে নিয়মরক্ষার সিঁদুর খেললেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। করোনা-র প্রকোপে অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে মহিলাদের সিঁদুর খেলা সম্ভব হয়নি। প্রতি বছর অম্বুবাচি-তে বিভিন্ন মন্দিরে পূজা দিয়ে মহিলারা সিঁদুর খেলেন। কিন্তু, এ-বছর জেলাশাসকের নির্দেশে মন্দিরের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই অনেকেই পূজা দিতে এসে মন্দির বন্ধ দেখে ফিরে গেছেন। ফটকের বাইরে কয়েকজন মহিলা সিঁদুর খেলে নিয়ম রক্ষা করেছেন মাত্র।

এ-বিষয়ে আগরতলার লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দুলাল চক্রবর্তী বলেন, সরকারি আদেশ মেনে মন্দিরের প্রধান গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক নির্দেশ দিয়েছেন অম্বুবাচি চলাকালীন মন্দিরের প্রধান গেট বন্ধ রাখতে হব। করোনা মোকাবিলায় জেলাশাসক ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে মন্দিরে পূজার্চনা যথারীতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও ১৬ জনের দেহে করোনার সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। রাজ্যে নতুন আরও ১৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। আজ রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে জানিয়েছেন, ৮৫৯টি নমুনা পরীক্ষায় ১৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট এসেছে। তাদের মধ্যে ১৫ জনের বহিঃরাজ্যে সফরের তথ্য রয়েছে। অপর একজন ট্রাক চালক বলে পরিচিতি মিলেছে। তিনি আরও জানান, নতুন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে খোয়াই জেলায় পাঁচজন, পশ্চিম জেলায় চারজন, সিপাহীজলা জেলায় তিনজন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় দুই জন, ধলাই ও ঊনকোটি জেলায় একজন করে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১২ ঘন্টার ব্যবধানে ফের কাঁপল মিজোরাম

৫.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি, চিন্তিত পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি

আইজল, ২২ জুন (হি.স.)।। মাত্র বারো ঘণ্টার ব্যবধানে ফের মিজোরামে ভূমিকম্প হয়েছে আজ সোমবার ভোরে। সোমবার ভোর ৪:১০:৫ মিনিটে ৫.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই বলে রাজ্য ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

এদিকে ভূমিকম্পের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার সঙ্গে কথা বলে সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন। যে কোনও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার মিজোরাম সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, মুখ্যমন্ত্রীকে এই আশ্বাসও দিয়ে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর আজ সকাল ১০:০৩ মিনিটে টুইট করে এই তথ্য দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গেছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মিজোরামের ভারত-মায়ানমার সীমান্ত জেলা সদর চাম্পাই থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ পশ্চিমের জোকহাউথা এলাকা। ভূপৃষ্ঠের ২০ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২৩.২২ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.২৪ঙ্গ পূর্বে ছিল ভূকম্পনের উৎসস্থল।

প্রকৃতির রোষে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। একে করোনা সংকট, তার মধ্যে বন্যা, এর মধ্যেই প্রায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে আজ ফের সংঘটিত হয়েছে ভূমিকম্পের মতো ঘটনা। গতকাল রবিবার মিজোরামে মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে বিকেল ৪:১৫ মিনিটে। ভূমিকম্পের রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৫.১। ওই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মিজোরামের রাজধানী আইজলের সংলগ্ন ২৫ কিলেমিটার পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২৫.৬ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৬ঙ্গ পূর্বে।

এদিকে, গতকাল বিকেলের ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হলেও আজ রাজধানী আইজলের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কয়েকটি একতল ও দ্বিতল বাড়ির দেওয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। কয়েকটি গির্জার দেওয়াল ও ভিতরের সিলিং ভেঙে পড়েছে। এছাড়া নানা স্থানে রাস্তায়ও ধরেছে ফাটল। করোনা সহ সার্বিক পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গতকাল এবং আজ, ভূমিকম্পের উৎসস্থল মিজোরাম হওয়ায় ভূমিকম্পের ধাক্কা লেগেছে দক্ষিণ অসমের শিলচর এবং সংলগ্ন এলাকায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে ১৮ জুনও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভূমিকম্প হয়েছে। ওইদিনও মিজোরামের চাম্পাই জেলায় ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটার ভেতরে কম্পনের উৎসস্থল ছিল বলে জানিয়েছিল গুয়াহাটির আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র। এছাড়া গত ২ জুন ভারতীয় সময় সকাল ৭:১৪ মিনিটে ৩.৯ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছিল মণিপুরে। সেদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল রাজ্যের পূর্ব উখরুল জেলার ভূপৃষ্ঠের ১১ কিলোমিটার গভীরে। এর আগে ২৫ মে রাত ৮টা ১২ মিনিটে ৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায়ও ভূমিকম্প হয়েছে। সেদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা এবং মায়ানমার সীমান্ত।

বক্সনগরে করোনায় আক্রান্ত হলেন স্বাস্থ্যকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর ২২ জুন।। স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্তের ঘটনায় বক্সনগর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের একাংশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে, জরুরী বিভাগ চালু রয়েছে। করোনা আক্রান্ত ওই স্বাস্থ্যকর্মীকে আজ কোভিড কেয়ার সেন্টারে নেয়া হয়ছে। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারীক জানিয়েছেন, করোনা সংক্রমিতের সংস্পর্শে গিয়ে ওই স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন।

গতকাল ৩৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছিল। তাদের মধ্যেই ওই স্বাস্থ্যকর্মীও ছিলেন। স্বাস্থ্যকর্মীর করোনা আক্রান্তের ঘটনায় বক্সনগরে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কিন্তু, মহকুমা এবং জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের সময়ের মধ্যে নেওয়া পদক্ষেপ আতঙ্ক অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছে। তড়িঘড়ি হাসপাতালের একাংশ বন্ধ করে দিয়ে সেনিটাইজ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

আজ বৈঠক করবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ২২ জুন।। আগামীকাল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। বরিষ্ঠ নেতৃত্বকে নিয়ে ভিডিৎ কনফারেন্সে হবে এই বৈঠক। এআইসিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনা মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। তাছাড়া খুব শীঘ্রই দলের বিবিন্ন প্রদেশের সভাপতি এবং ইনচার্জদের রদবদল করা এবং পরিবর্তন করা হবে বলে জানা গিয়েছে এআইসিসি সূত্রে।

রাজ্যে সুস্থ হওয়ার হার ৬৩.৮৪ শতাংশ, জাতীয় গড় থেকে অনেক এগিয়ে ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সুস্থ হওয়ার হারও পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। রাজ্যে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সুস্থ হওয়ার হার ৬৩.৮৪ শতাংশ। সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন শিক্ষা তথা আইন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, গতকাল ত্রিপুরায় ৩৫ জন করোনা আক্রান্তের অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন।

ত্রিপুরায় গত ১৮ এবং ১৯ জুন বাংলাদেশ থেকে রাজ্যের নাগরিক ফিরেছেন। ২৮৮ জন ফেরার সূচি স্থির হয়েছিল। কিন্তু দুদিনে ২৪৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক ফিরেছেন। গত ১৮ জুন ১২২ জন ত্রিপুরার নাগরিক ফিরেছেন। তাদের মধ্যে ৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তেমনি, গত ১৯ জুন ১২৪ জন ত্রিপুরার নাগরিক বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। তাঁদের মধ্যে ৩১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এদিকে, ওই সংক্রমিতদের মধ্যে

কোভিড-১৯

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ১৫ জন, সিপাহিজলা জেলার ৬ জন, গোমতি জেলার ২ জন, দক্ষিণ জেলার ২ জন, খোয়াই জেলার ১ জন, ধলাই জেলার ১ জন, ঊনকোটি জেলার ২ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার ১ জন রয়েছেন।

মন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ জানিয়েছেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় ৪৩৭ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রয়েছেন। তবে, ৭৮২ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। তাঁর কথায়, আজ ২৩ জন সুস্থ হয়েছেন। তাঁদের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় ছুটি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এদিন দাবি করেন, ত্রিপুরায় সুস্থ হওয়ার হার প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। আক্রান্ত হচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু মৃত্যুকে এখনও পর্যন্ত ঠেকাতে পেরেছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। বরং, তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে করোনা আক্রান্তরা সুস্থ হয়ে উঠছেন।

এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, গত ৯ জুন সুস্থ হওয়ার হার ছিল ২২.৮৩ শতাংশ। তেমনি, ক্রমশ বেড়ে ১৫ জুন ৪০.১৩ শতাংশ, ২০ জুন ৫৭.৫৩ শতাংশ এবং ২২ জুন ৬৩.৮৪ শতাংশ হয়েছে। তিনি জোর গলায় বলেন, জাতীয় গড়ের তুলনায় সুস্থ হওয়ার হার ত্রিপুরায় অনেক বেশি। জাতীয় গড় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়ামের সুবর্ণজয়ন্তী পালিত সাদামাটাভাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। করোনা-র প্রকোপ। তাই, ত্রিপুরার একমাত্র জাদুঘর-এর সুবর্ণজয়ন্তী আজ সোমবার পালিত হয়েছে অত্যন্ত সাদামাটা ভাবেই। বৃক্ষরোপণ এবং উপস্থিত জনগণকে মিষ্টি এবং স্যানিটাইজার দেওয়া হয়েছে মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে।

আজ থেকে ৫০ বছর আগে পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে যাত্রা শুরু হয়েছিল ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়ামের। কালের বিবর্তনের সাথে জাদুঘরের পরিসরও বৃদ্ধি পায়। ত্রিপুরার পূর্বতন সরকার পোস্ট অফিস চৌমুহনি থেকে স্থান পরিবর্তন করে নেওয়া হয় উজ্জয়ন্ত প্যালেসে। ২০১১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম স্থান পায় উজ্জয়ন্ত প্যালেসে। স্বাভাবিকভাবে তখন থেকেই জাদুঘরের আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়। প্রতি সোমবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে দশম শ্রেণীর ছাত্রী ও বিশালগড়ে গৃহবধূর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর/চড়িলাম,২২ জুন।। ত্রিপুরায় ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনা বেড়েই চলেছে। আজ পৃথক পৃথক স্থানে দুজন আত্মহত্যা করেছেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে দশম শ্রেণির পড়ুয়া নাবালিকা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। অন্যদিকে, সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায় এক গৃহবধূ গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। অবশ্য ওই নাবালিকার জীবন কাহিনি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কারণ, স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার মা মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকতেন। ফলে, ওই নাবালিকার আত্মহত্যার কারণ জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

নাবালিকার আত্মহত্যার ঘটনা সম্পর্কে তার দিদিমা বলেন, রবীন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ত তার নাতনি শাশ্বতী দাস। আজ সোমবার সকালে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তিনি বলেন, বাড়িতে কারোর সাথেই কোনও ঝগড়া হয়নি শাশ্বতীর। এমন-কি স্কুলে কোনও সমস্যা হয়েছে বলেও আমরা কিছুই শুনেনি। ফলে, কী কারণে আত্মহত্যা করল শাশ্বতী, কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিশ শাশ্বতীর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

এদিকে, সোমবার বিকেল আনুমানিক সাড়ে চারটা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন গকুলনগরে অবস্থিত রাস্তারমাথা এলাকায় এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম পিঙ্কি চৌধুরী (৪০)। তার স্বামী শিশুরঞ্জন চৌধুরী পেশায় টিএসআর জওয়ান। পারিবারিক সূত্রের দাবি, ওই গৃহবধূ অনেক দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। আজ বিকেলে নিজ বাড়িতেই তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। তার মেয়েই প্রথম ওই ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার দেয়। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ছুটে যায় বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

নিজেদের সেনা আধিকারিকের মৃত্যুর খবর মেনে নিল চিন

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি. স.)।। গালওয়ান উপত্যকায় ১৫ জুন, সোমবার রাতে নিজেদের কমান্ডিং অফিসারের মৃত্যুর খবর অবশেষে স্বীকার করে নিল ধূর্ত চিন। সোমবার কমান্ডিং আধিকারিক পর্যায়ের বৈঠকে এই স্বীকারোক্তি করেছে চিন ।বৈঠকে ভারতের তরফ থেকে চিনকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে মূল নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সৈন্য সমাবেশ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ২ মের আগের পর্যায়ে ফিরে যেতে হবে। তা হলে আলোচনা এগোতে পারে।

১৫ জুন, সোমবার রাতে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে হওয়ার সংঘাতের পর এদিন প্রথমবারের জন্য বৈঠকে বসে দুই দেশের সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্তারা। সোমবার চিনা এলাকার চুসুল মোল্ড কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠকে বসে দুই বাহিনী সেনা কর্তারা। বৈঠকে ভারতের নেতৃত্ব দেন ১৪ নম্বর কার্প কমান্ডার লেফটেনেন্ট জেনারেল হারিন্দের সিংহ। চিনের তরফে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল লিউ লিন। এদিন সকাল ১১ টা ৩০ মিনিট নাগাদ বৈঠক শুরু হয়। এর আগে ৬ জুন এই দুইজন বৈঠকে বসেছিলেন বৈঠকের সেবার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা লংঘন করেছিল চিন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গালওয়ানে দুই দেশের সেনার মধ্যে হাতাহাতির পরে লাল ফৌজের পাঁচ জন সেনা আধিকারিক সহ ২৬ জন সেনা জওয়ান এর লাশ চিনের হতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে থানায় স্মারক সামাজিক সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন উত্তর যোগেন্দ্রনগর এলাকায় নেশা কারবারি এবং নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে। যুবসমাজ নেশার কবলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। সবকিছু জেনেশুনে পুলিশ কার্যকরী কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষজন।

সবুজ সামাজিক সংস্থা নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সোমবার কলেজ টিলা পুলিশ ফাঁড়িতে এ বিষয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। সংস্থার কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন উত্তর যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া সহ আশপাশ এলাকায় নেশাকারী এবং নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। যুবসমাজ নেশার কবলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করতে পুলিশ কঠোর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সে কারণে বাধ্য হয়ে যুবসমাজকে রক্ষার তাগিদে সবুজ সামাজিক সংস্থা পুলিশ ফাঁড়িতে ডেপুটেশন প্রদান করেছে।

কলেজ টিলা পুলিশ ফাঁড়ির ওসিরকাছে ডেপুটেশন প্রদান করে সংস্থার কর্মকর্তারা এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই নেশা কারবারিরা এলাকায় ব্যাপকভাবে তাদের নেশা বাণিজ্য বিস্তার লাভ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন তারা। পুলিশ এ ব্যাপারে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাজার হার বাড়লেই অপরাধ কমবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। সাজার হার বাড়লেই অপরাধ কমবে। তাই, ত্রিপুরায় প্রকৃত অপরাধীদের সাজার হার আরও বৃদ্ধির জন্য নজর দিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আজ সোমবার মহাকরণের ১ নম্বর কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত আইন ও সংসদীয় দফতরের পর্যালোচনা সভায় তিনি আইন ও সংসদীয় দফতরের বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা করে বলেন, সাজার হার যত বৃদ্ধি পাবে তত অপরাধের হারও কমবে। তাই পুলিশ প্রশাসনকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

তাঁর কথায়, অপরাধীদের শুধু গ্রেফতার নয়, কীভাবে দ্রুত চার্জশিট প্রদান করে সাজার ব্যবস্থা করা যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজর দিতে হবে। তবেই সমাজে আইন-শৃঙ্খলার বাস্তবায়ন আরও সহজতর হবে এবং আইনের প্রতি মানুষের আস্থা আরও বাড়বে। তাঁর দাবি, পুলিশকে প্রতিটি মামলার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, কাস্টোডিয়ান ট্রায়াল যত বেশি হবে ততই অপরাধ কমবে। তিনি গত ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯-এর নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের ৮টি জেলার অপরাধের শাস্তি প্রদানের হার পর্যালোচনা করে বলেন, প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের হার আরও বাড়াতে হবে। পুলিশ বা জেল

হেফাজতে যাতে কোনও অপরাধীর মৃত্যু না হয় সে বিষয়ে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ত্রিপুরায় আইন- শৃঙ্খলার যথাযথ বাস্তবায়নে মুখ্যমন্ত্রী দেব রাজ্যের সকল স্তরের জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেছেন। এদিন বৈঠকে আলোচনার সূচনা করেন আইন দফতরের সচিব বিশ্বজিৎ পালিত। তিনি বৈঠকে গত ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯-এর নভেম্বর পর্যন্ত ৮ জেলার অপরাধীদের সাজার হার তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, ধলাই, খোয়াই ও পশ্চিম জেলায় ৩টি জেলা ও দায়রা জজ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গত ২০১৯ সালে ৩৪টি লোক আদালতে ৩৩,৭০২টি মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আইনি সচেতনতা শিবির করা হয়েছে ৩৫০টি। বিনামূল্যে আইনি সেবা পেয়েছেন ১,৮০১ জন। এছাড়া জিরানিয়া, মোহনপুর, পানিসাগর, কুমারঘাট, জম্পুইজলা, করবুক, শান্তিরবাজার এবং তেলিয়ামুড়া ৮টি সাবডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দফতরের সচিব অপূর্ব রায়, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের বিশেষ সচিব পি কে গোয়েল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যুৎ থাকে না, নেই পুলিশি টহল নিশিকুটুম্বের হানায় অতিষ্ঠ জনগণের পথ অবরোধ বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ জুন।। রাতে বিদ্যুৎ থাকে না, এরই সুযোগে নিশিকুটুম্বদের হানায় জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে। তাই, সোমবার ক্ষুব্ধ জনতা রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার মনুরমুখ এলাকার ক্ষুব্ধ জনতা আজ সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ এবং বিদ্যুৎ দফতরের কাজকর্মে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁরা পথ অবরোধে শামিল হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ জনতা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিলোনিয়ার মনুরমুখ এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে চোরের দল হানা দিচ্ছে। মনুরমুখ সহ পার্শবর্তী এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। রাত বারোটার পর থেকে এলাকায় বিদ্যুৎ থাকে না। রাতে পুলিশি টহলেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল ব্যাপকভাবে চুরির ঘটনা সংগঠিত করে চলেছে। পুলিশ এবং বিদ্যুৎ অফিসে বারবার অভিযোগ জানিয়েও এলাকার জনগণ কোনও ধরনের প্রতিকার পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের দাবি, রবিবার রাতেও মনুরমুখ এলাকা থেকে চারটি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। পর পর চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার সকাল থেকে ক্ষুব্ধ জনতা মনুরমুখে পথ অবরোধ করেন। দুই ঘণ্টার বেশি সময় পথ অবরোধ চলতে থাকে। অবরোধের ফলে রাস্তার দু-পাশে ব্যাপক সংখ্যায় যানবাহন আটকে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধস্থলে ছুটে যান। পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনায় শামিল হন।

এদিন স্থানীয় জনগণ পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে নালিশ জানিয়ে বলেন, এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল দেওয়ার জন্য বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। শুধু তা-ই নয়, রাত বারোটার পর থেকে এলাকায় বিদ্যুৎ থাকে না এ বিষয়ে স্থানীয় বিদ্যুৎ নিগমের কর্মকর্তাদের বারবার অবগত করা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ দফতরের কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ফলে চুরি বেড়েছে। এরই প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার সকাল থেকে পথ অবরোধের শামিল হন, জানিয়েছেন এলাকাবাসী। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৫০ ▫ ২৩ জুন ২০২০ ইং ▫ ৯ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

চিনের সংঘাত ও আবেগ

চিন ভারত সম্পর্ক উন্নত করিবার তেমন চেষ্টা হইতেছে কিনা স্পষ্ট করিয়া বলাা মুশকিল। ভারতে চিনে বিরুদ্ধে প্রচারে জল ঢালিয়া দিয়াছেন প্রধান নরেন্দ্র মোদি। তাঁহার বক্তব্য যে বিতর্কীত তাহাও অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন চিনা সৈন্য ভারতীয় ভূখন্ডে ঢুকিতেই পারে নাই। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য নিয়া বিরোধীরা সুর চড়াইয়া যায়। এদিকে পূর্ব লাদাখের পরিস্থিতি নিয়া তিন বাহিনীর প্রধানদের বৈঠক করিয়াছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিরেরর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং চিনা আগ্রাসনের মোকাবিলায় পাল্টা জুতসই জবাব দিতে বলিয়াছেন। সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা রাজনাথের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয় উপলক্ষে হওয়া এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাশিয়া যাইতেছেন রাজনাথ সিং। এর আগে রবিবার তিনি গালওয়ান ও এনসিতে চিনা তৎপরতা নিয়া তিন বাহিনীর প্রধান চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে বৈঠক করেন দিয়াছেন রাজনাথ। স্থল, আকাশ ও নৌ সেনাকেও তৈরী থাকিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেন তিনি। চিনা সেনা কোনও রকম বাড়াবাড়ি করিলে সমুচিত জবাব দিতে হইবে বলিয়া রাজনাথ নির্দেশ প্রদান করেন।

এদিকে, ভারত চিন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় কী কারণে সংঘাত বাঁধিল সেকথা বিরোধীদের জানাইতে ১৯ জুন বৈঠক ডাকিয়াছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই বৈঠকে খুব স্পষ্ট ভাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, কোনও অনুপ্রবেশ হয় নাই। কেউ দখল করে নই, আমাদের ঘাঁটিও কাহারো নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায় নাই। সেখানে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠিবে তাহা হইলে সংঘাত হইল কেন? কেনই ভারতের বীর সেনারা প্রাণ দিয়াছেন। একথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে লাদাখ নিয়া আবেগের রাজনীতি হইতে ফায়দা তোলার চেষ্টা হইবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধীদের ঝাঁঝালো আক্রমণের মুখে অনেকটাই দিশেহারা একথা বলা যাইতে পারে। আসলে, বিশ্বের রাজনীতি এখন নানা খাতেই প্রবাহিত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তো চিনের উপর বেজায় ক্ষ্যাপা। করোনা ভাইরাস নিয়া তো চিন আমেরিকা বাক যুদ্ধ কম হয় নাই। চিনকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে প্রকাশ্যে ট্রাম্প এই হুশিয়ারী দিয়াছেন। এই যখন পরিস্থিতি তখন কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে সচেষ্ট হইতে পারেন ট্রাম্প। চিন ভারত সীমান্ত উত্তেজনার সুযোগে আবার মধ্যস্থ হইবার চেষ্টা চালাইতেছেন ট্রাম্প।

২০ জন সৈন্যের মৃত্যুতে চিনের উপর বেজায় ক্ষুব্ধ ভারতের নাগরিকরা। বিভিন্ন স্থানে চিনা দ্রব্য বর্জনের ডাক দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, চিন কি কোনও প্রতিবন্ধকতার পথে হাটিতে পারে না? ভারতে বিভিন্ন প্রকল্প তো চিনা এজেন্সিরা করিতেছে। চিনও তলে তলে ভারতে অর্থনৈতিক অবরোধের পথে হাটে তাহা হইলে ইহা হইবে আরও বড় আক্রমণ। চিন পাকিস্তানকে তো বগলের নিচেই ঠাঁই দিয়াছে। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান মাঝে মাঝেই ভারতকে জব্দ করিতে উদ্যত হয়। বাংলাদেশেও চিন ঘাঁটি গাড়িতে চাহে। এই পরিস্থিতিতে চিন ভারত সংঘাত নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত হইবে হিন্দুস্থান। আর এজন্যই চিন সম্পর্কে ‘আবেগের’ রাজনীতি ত্যাগ করিয়া ভারতকে বাস্তব মুখী হইতে হইবে। ভারত আজ করোনা বিপর্যস্ত। এই অবস্থায়ও চিন ও অন্যান্য দেশও যে নিজেদের সব ক্ষেত্রে সজাগ রাখিতে পারিতেছে না।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান থেকে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ, দাবী অনাদি সাহু

কলকাতা, ২২ জুন (হি. স): প্রতিবেশী তিন রাজ্য বিহার, ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশা গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানের আওতায় রয়েছে। বাদ পশ্চিমবঙ্গ। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সুর তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এর জন্য কেন্দ্র নয়, মুখ্যমন্ত্রী নিজে দায়ী বলে জানিয়েছেন সিপিআই (এম)- এর শ্রমিক সংগঠন সিটু - র সাধারণ সম্পাদক তথা বর্ষীয়ান বামপন্থী নেতা অনাদি সাহু।

সোমবার অনাদি সাহু জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপদার্থতার জন্যই এই প্রকল্প থেকে বাদ পড়েছে রাজ্য। রাজ্যে কত সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে এসেছে তার কোনও সম্যক জ্ঞান নেই প্রশাসনের। মুখ্যমন্ত্রীর নিজে একাধিক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করে এসেছেন যে দুই লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে রয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ। বর্তমানে এর অধিকাংশই রাজ্যে ফিরে এসেছে।এর আগে রাজ্য সরকারকে সিটু তরফ থেকে ছয় লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম ঠিকানা সহ একটি তালিকা দেওয়া হয়েছিল।এমনকি বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে সিটুর তরফে।সেখানেও পরিযায়ী শ্রমিকের নাম এবং ঠিকানা তালিকা আদালতকে দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রকে কম সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক দেখিয়েছে রাজ্য। তাই প্রকল্পের বাইরে বাংলা।

রাজ্য সরকারের এহেন আচরণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অনাদিবাবু জানিয়েছেন, রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে এতদিন মুখ্যমন্ত্রী যে দাবি করে এসেছেন তার আসল স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে যাবে। রাজ্যে যে কর্মসংস্থান হয়নি সেটা সামনে চলে আসবে। তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যাটা চেপে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের সর্বনাশ করে ছাড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে যদি আজকে শিল্প থাকত তাহলে এখানকার মানুষদের ভিন রাজ্যে পাড়ি জমাতে হতো না।একটা সময় ছিল উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মানুষ পশ্চিমবঙ্গে কাজের সন্ধানে আসত।এখন গোটা বিষয়টাই উল্টো হয়ে গিয়েছে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন অনাদি সাহু।তার মতে লকডাউন হওয়ার পর যে সংকট শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল।তার সমাধান করা উচিত ছিল কেন্দ্রের।পরিযায়ী সহ ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা, হকারদের হাতে ৭৫০০ টাকা তুলে দেওয়া উচিত ছিল কেন্দ্রের। যে সকল পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজেদের গ্রামে ফিরে আসছে তাদের স্বাস্থ্য, খাদ্য, সুরক্ষার দিকটি একেবারে অবহেলিত হচ্ছে। তাদের যথাযোগ্যভাবে কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছে না।করা হলেও সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য ও চিকিৎসকদের অভাব রয়েছে। অবিলম্বে এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি কেন্দ্র যে প্রকল্প ঘোষণা করেছে তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকটা সময় লাগবে এবং যেকোন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কিভাবে আবেদন করতে হয় সেই প্রক্রিয়া জটিল। ফলে অবিলম্বে এই সকল শ্রমিকদের জীবনধারণের যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা দূর করতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণার্থে ও কর্মসংস্থানের জন্য গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, রাজস্থান, ওড়িশার ১১৬ গ্রামকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। ১২৫ দিনের কাজ পাবে পরিযায়ী শ্রমিক এবং গ্রামবাসীরা।গ্রামের উন্নয়নে যে কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য তা মনে করিয়ে দিয়ে সেদিনের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে ভারতে প্রায় ছয় লক্ষ গ্রাম রয়েছে। দেশের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ কোটি মানুষ গ্রামের বাসিন্দা। এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গকে অন্তর্ভুক্তি করানোর জন্য কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

অতিমারিতে প্রকট ভারতের মূল ভূখণ্ডের জাতিবিদ্বেষ

শোভনলাল চক্রবর্তী

সম্প্রতি গুরুগ্রামের কাজ করেন এমন এক মণিপুরী পরিযায়ী শ্রমিক অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এক সর্বভারতীয় চ্যানেলে কতকগুলি অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন ‘ কোভিড-১৯ মূল ভূখণ্ডের ভারতীয় সমাজের কুৎসিত চেহারাটা প্রকাশ করে দিয়েছে। আগে আমরা ছিলাম ‘চিঙ্কি’, ‘নেপালি’ বা ‘চিনে’। এখন আমরা ‘করোনা’। আমরা যে ভারতীয়, তা ওঁদের বলে বোঝাতে হবে কেন? কেন ভারতীয় হওয়ার প্রমাণ দিতে হবে আমাদের? কই এখজন বাঙিলি, পাঞ্জাবি বা মারওয়ারিকে তো সেই প্রমাণ দিতে হয় না। আমাদের মতো তাদেরও কিন্তু যথেষ্ট আলাদা দেখতে। ওঁরা কি বোঝেন না যে ভারতীয়দের দেহের নানারকম গড়ন (ফেনোটাইপ) হয়? এটাই তো জাতিবিদ্বেষ।’

পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মণিপুরী বক্সার মেরি কমের বায়োপিকে যে বলিউডি নায়িকাকে নেওয়া হয়েছিল, তাঁর মুখটি এই এক ছাঁচে ঢালতে হয়েছিল, ভারতীয়ত্বের আদর্শ নমুনা হিসেবে। আজ বিশ্বজুড়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জনগোষ্ঠীর দিকে কাদা ছোঁড়া চলছে। ভারত ভুখণ্ডে তাঁদের যাতনার চিহ্ন বহন করে চলেছেন মোঙ্গলয়েড বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরা। আগে শহরের পথেঘাটে জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য হিসেবে শুনতে হত ‘চিনে’, ‘মোমো’ । আর এখন ‘করোনা’ বলে ডেকে গায়ের ঝাল মেটানো হয়। খোদ কলকাতায় উচ্চশিক্ষারত দার্জিলিংয়ের ছাত্রদলকে ভরা বাসে ‘করোনা ভাইরাস’ বলে ডাকা হয়েছে। জায়গা থাকলেও সহযাত্রীরা তাঁদের পাশে বসেননি। দিল্লিতে একটি মিজোরামের মেয়েকে ‘করোনা’ বলে ডেকে একটি লোক তাঁর গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছেন। বেঙ্গালুরুতে প্রতিবেশীরা মাঝরাতে উত্তর-পূর্বের লোকদের ফ্ল্যাটে চড়াও হয়ে তাঁদের জোর করে কমপ্লেক্সের বাইরে বের করে দিয়েছে। যুক্তি দিয়েছেন, ভাইরাসের হাত থেকে এভাবেই এলাকাকে বাঁচাতে হবে। এ কাজকে মহান দেশসেবা বলে তাঁরা তুলে ধরেছেন। মহীশূরের দোকানে কিছু মশলাপাতি কিনতে গিয়েছিল নাগাল্যান্ডের কয়েকজন পুড়ুয়া। আধার কার্ড দেখিয়ে ভারতীয়ত্বের প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দোকান থেকে দুর করে দেওয়া হয়েছে, কারণ তাঁদের দেখতে চিনাদের মতো। একই রকমভাবে আমাদেবাদের বিপিত্ত’তে কর্মরত নাগাল্যান্ডের ছয় তরুণীকে জোর করে করোনা পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। কারণ, ‘ভুল করে’ লোকে তাঁরে চিনা ভেবেছিল। এ সবই ঘটেছে সাম্প্রতিক অতিমারি চলাকালীন। কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এদের দেখা যাবে না, বরং এগুলি একসঙ্গে যে কোলাজ তৈরি করে, তাতে মূল ভূখণ্ডের মূল স্রোতের সমাজের একটা বড় অংশের মনের চিন্তাধারার জীর্ণতাই ফুটে ওঠে। কোভিড-১৯ টিকার জন্য বিশ্বজুড়ে আকুল প্রার্থনা চলছে। আর এই জাতি তথা বর্ণবিদ্বেষের কবল থেকে বাঁচার প্রতিষেধক কি এখনও মিলবে না? প্রাত্যহিকের ঝিকিমিকি আর কোলাহলে আমরা এতটাই বুঁদ হয়ে থাকি যে, ঘটমানের বাইরে মনই দিতে পারি না। তাই অতিমারির আকস্মিক কম্পনের অভিঘাত সামাল দিতেই সমাজ ঢাল করে তোলে শ্রেণি বিভাজন, প্রাতিষ্ঠানিকতা ও জাতপাতের ক্ষমতার খেলাকে। চ্যুতিরেখাগুলি বরাবর আগুন ধরিয়ে দেয়। অতিমারি পর্বের প্রকৃত ঘাতক তো অণুজীব, এতটাই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারা যে আমরা চোখে দেখতে পাই না। অথচ অতিমারির ধাক্কায় উৎকণ্ঠা উদ্বেগে আমাদের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অতিমারির আগের সময়ের সমাজ সম্পর্কগুলির বদান্যতায়, ভিতরকার সমস্ত আলোড়নই বেরিয়ে আসতে চায় বাইরের সমাজে। শুরু হয় ‘অপর’-এর অনুসন্ধান, যাকে ভাইরাসের নাম ও কাজের সঙ্গে জুড়ে বেশ করে দাগিয়ে দেওয়া যাবে। জীববিদ্যা তখন এভাবেই তার সামাজিক রূপ প্রকাশ করে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে এই ‘অপর’-এর প্রয়োজন হয় কেন?

প্রথমত, ভাইরাসের সঙ্গে যোগ করার মতো বলির পাঁঠা খুঁজে পেলে একটা জুতসই অজুহাত খাড়া করা যায়। ঔপনিবেশিক ভারতে কলেরা মহামারি বিষয়ক লেখায় ইতিহাসবিদ ডেভিড আর্নল্ড বলেছিলেন যে, এই কারণেই কোনও না কোনও মানবগোষ্ঠীকে বলির পাঁঠা করাটা অপরিহার্য ‘ভাইরাসকে জনবসতির গণ্ডি থেকে বিতাড়নের প্রতীক রূপে তথাকথিত নীচু জাতির লোক, আদিম জনজাতির মহিলা, দেহপসারিনীকে গ্রাম থেকে তাড়ানো হত’। দ্বিতীয়ত, অপসারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘অপর’-এর আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করে, তারাই যে রোগের বাহক তা বুঝিয়ে দেওয়ার মতো একটা ‘জ্ঞানভাণ্ড’ তৈরি করা হয়, যদিও সেই জ্ঞানের সত্যতার কোনও দায় থাকে না। তৃতীয়ত, এতে এসে ‘অপর’-এর উফরেই দোষটা গছিয়ে দেওয়ার কাজটা হয়ে যায়। দেখানো হয়, ওদের অভ্যাস বা কাজকর্ম ‘অস্বাভাবিক’, কাজেই ওদের সেঙ্গ রোগটার সংযোগ আছে। স্বাভাবিক রাস্তায় বাঁচলে ভাইরাস আর সুখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। চতুর্থত, ভাইরাস অতিমারি যেহেতু আমাদের জীবনপাপনটাকেই টলিয়ে দেয় ‘নিউ নর্মাল’ জীবনে নিজেদের খাপ খাওয়াতে প্রয়োজন হয়ে পড়ে অতিমারি পূর্ব সামাজিক বিন্যাসের এই চ্যুতিরেখাগুলোর উপর ভরসা রাখা। সুতরাং সেই পথেই চলেছি সকলে আপাতত। অতিমারি চলাকালীন, ‘উহান’ বা ‘চিন’ ভাইরাসের মতো শব্দগুচ্ছের প্রয়োগই এ কথা প্রমাণ করে। মনে করা যেতে পারে, তবলিগি জামাত সম্পর্কিত সাম্প্রদায়িক মন্তব্যগুলির আগেই ভারতে মঙ্গেলয়েড গড়নের (ফনোটাইপ) মানুষেরা ভয়-হিংসার শিকার হয়েছিলেন। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্য থেকে আসা মানুষ জাতিগত অবমাননার মুখে পড়েছিলেন। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। পরিযান কেন্দ্র (আগমন ভিত্তিক) রূপে দেশের উত্তর -পূর্বাঞ্চলের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। ভারতের নানা অংশের এমনকি বিদেশ থেকেও মানুষ এখানে ভাগ্যানুসন্ধানে আসেন। ইদানিং অবশ্য এই পরিযায়ী জীবনে বড় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে যাঁরা এই অঞ্চল ছেড়ে বাইরে যাচ্ছেন আর যাঁরা এখানে আসছেন, তাঁদের মধ্যে সংখ্যার তফাতটা কমে আসছে। উত্তর -পূর্ব থেকে মহির্মুখী জনতর ঢলটা এখন বিশাল। গত দশ বছরের প্রায ২৩ লক্ষ বাসিন্দা এলাকা ছেড়ে গিয়েছেন। একটা বড় অংশ ভারতের শহরগুলিতে এসে যুক্ত হয়েছেন অফিস কাছারির কাজে। মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি এবং কর্ণাটকে। ঘর থেকে বেরিয়ে এই সব নতুন জায়গায় এসে পরিযায়ীরা এক নতুন সামাজিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। নতুন পরিসরে থাকার জন্য তাঁদের অনেককিছু মেনে নিতে হয়, অনেক কিছুর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে হয়। এই খাপ খাওয়ানোর বিষয়টা কিন্তু কেবল তাঁদের নিজেদের উপর নির্ভর করে না, স্থানীয় মানুষের উপরেও নির্ভর করে। আর তাই প্রক্রিয়াটা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা আসছেন জাতি সংস্কৃতির দিক থেকে তাঁরা যে ভাষা, খাদ্যভ্যাস, পোশাক ও জীবনপ্রণালীর বিচারে সমাজের বাকিদের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে গিয়ে তাঁরা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন। তাঁদের মঙ্গোলয়েড ফেনোটাইপের জন্য অনেকেই অস্বস্তিকর চাহনিতে তাঁদের দিকে তাকান। তাঁদের গতে বাঁধা ‘স্টিরিওটাইপ’-এর ছকে ফেলে খাটো করে দেখা হয়। পরিচয়ের আগে থেকেই এঁদের ও এঁদের সমাজ নিয়ে নানা ভুল অনুমান আর সংস্কার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গনে ওঠে অদৃশ্য প্রাচীর। সেই প্রাচীর চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তার কাঁটাতার থাকে অন্তরে লালিত জাতিবিদ্বেষী ধারণায়। তাকে উপড়ে ফেলা অতি কঠিন।

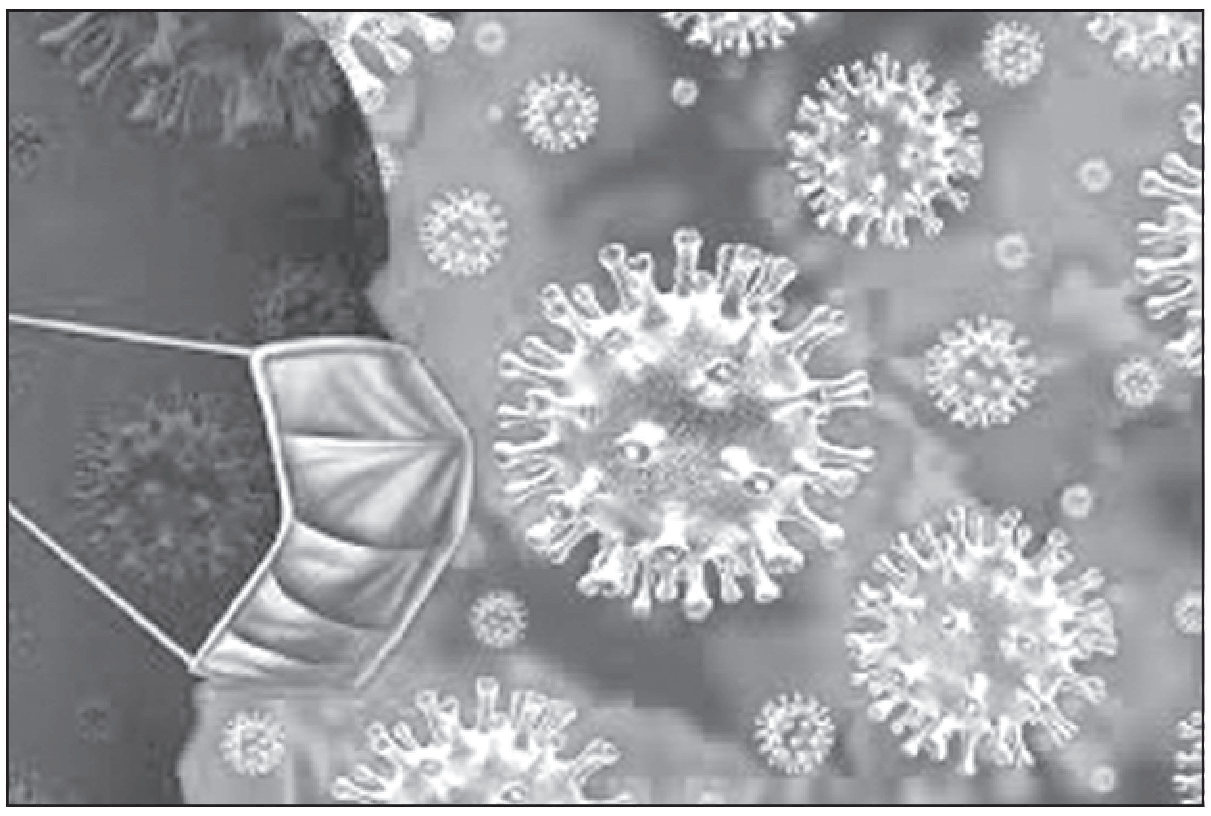

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মানুষ লটারীর টিকিট কেন কাটে ?

অতনু বিশ্বাস

১৯৫৮ সালের কমেডি ছবি ‘ভানু পেল লটারী’। সেখানে গ্রামীণ মৃৎশিল্পী বানু চিত্রকরকে একটি লটারীর টিকিট দেয় তার কলকাতার বন্ধু জহর। আর সেই টিকিটেই ওঠে ৩,৯৫,০০০ হাজার টাকার পুরস্কার।

আবার ১৯৯৪-এর হলিউড সিনেমা ‘ইটকুড হ্যাপেন টু ইউ’-তে নিউ ইয়র্ক সিটির এক পুলিশ অফিসার পকেটে টিপ্স দেওয়ার মতো যথেষ্ট অর্থ না থাকায় এক ওয়েস্ট্রেসকে কথা দিয়ে ফেলে যে, তার সঙ্গে থাকা লটারীর টিকিটে পুরস্কার জিতলে পুরস্কারমূল্যের অর্ধেকটাই দিয়ে দেবে ওয়েস্ট্রেসকে। ঘটনাচক্রে পরের দিন সেই লচারীতে ৪ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার জেতে পুলিশ অফিসারটি, আর কথাও রাখে। এরই হিন্দি সংস্কারণ ‘বড়ে দিলওয়ালা’।

আপাতভাবে দর্শক ভাবতে থাকে, লটারীতে পুরস্কার জেতা খুবই সহজ ঘটনা। বাস্তবে কিন্তু তা একেবারেই নয়। হওয়ার কথাও নয়। আমারিকার চলচিত্রটাই একবার দেখা যাক। ‘লটারী ইউএসএ’-র হিসাব অনুসারে, সে দেশের লটারীতে মেগা মিলিয়ন জ্যাকপাট জেতার সম্ভাবনা ৩০ কোটিতে ১। অর্থাৎ ৩০ কোটি মানুষ লটারীর টিকিট কাটলে আশা করা যেতে পারে যে, তার মধ্যে গড়ে একজন জিতবে এই মেগা মিলিয়ন জ্যাকপট। অন্যান্য দেশের লটারীতে এই সম্ভাবনা শতাংশের নিরিখে সামান্য উনিশ-বিশ হতে পারে। তবে সম্ভাবনা যে সর্বক্ষেত্রেই বেশ কম, তা বলা বাহুল্য।

ধরা যাক, কোনও লটারীর সব টিকিটই কেটে ফেললাম আমি। তাহলে পুরস্কারগুলির সব ক’টা জুটবে আমারই। তার সম্মিলিত মূল্য অবশ্যই টিকিটের মোট দামের চেয়ে অনেকটাই কম হবে। কারণ, সমস্ত সাংগঠনিক খরচ, আর লাভের পুরোটাই আসবে এর থেকে। তাই যে কোনও মূল্যের লটারির টিকিট কাটলে সম্ভাব্য প্রাপ্তি থেকে টিকিটের মূল্য বিয়োগ করলে যা থাকে, হরেদরে তাই-ই হল ‘প্রত্যাশা’। পারিভাষিক প্রতিশব্দ ‘এক্সপেক্টেশন’। লটারীর ক্ষেত্রে যা ঋণাত্মক।

প্রায় দু’-দশক আগে, গবেষণার কাজে গিয়েছি কানাডার মন্ট্রিয়লে। জেনে অবাক হই, আমার সহ-গবেষক কানাডিয়ান অধ্যাপক বন্ধুটি নিয়ম করে লটারীর টিকিট কাটতেন প্রতি সপ্তাহে। আমি অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, একজন রাশিবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি তো ভালই জানেন সম্ভাবনা, তত্ত্ব। জানেন, লটারী জেতার ‘প্রত্যাশা’ মোটের উপর ঋণাত্মক। এসব জেনে -বুঝেও তিনি লটারির টিকিট কাটেন কেন? উত্তরে উনি মৃদূ হাসেন। বলেন, এই লটারীর টিকিট কাটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে তিনি ‘স্বপ্ন ’ দেখতে পারেন মিলিওনিয়র হওয়ার। মাসে মাসে এই শ’খানেক ডলার তাঁর ‘স্বপ্ন’ দেকার কড়ি, যাকে বলে ‘ ড্রিম ট্যাক্স’। হাঁটতে গেলেও ট্যাকসো লাগতে পারে—সে কথা বলে গিয়েছেন সুকুমার। কিন্তু ‘ড্রিম ট্যাক্স’ কথাটা প্রথম শুনলাম সেই সময়। কথাটা মনে বেশ দাগ কেটে গেল। অবশ্য এতটাও নয় যে, আমি নিজে লাটারির টিকিট কাটা শুরু করে দেব।

লটারীর এখটা কালচার কিন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এদেশেও। সমাজ - জীবনেব. শিরা-উপশিরাজুড়ে। পাড়ায় পাড়ায় ছোট্ট দোকানে, কোথাও রাস্তার কোনায় টেবিল পেতে। আর তাকে ঘিরে হয় অত্যুৎসাহীদের ভিড়। এ একেবারে সব এলাকার নিত্যদিনের ছবি। এককথায় একে ভাল-মন্দের বাইনারি চিহ্নে না দাগিয়ে, একটু খতিয়ে দেখা যাক এর অন্তর্নিহিত মানসিকতা, অর্থনীতি, সম্ভাব্য। বিকল্প। এবং অবশ্যই দেশ-বিদেশের ছবি।

যারা পটারীর টিকিট কাটে, তারা ঠিক কেন কাটে? প্রয়োজনে, সঠিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে, না কি এণ পিছনে রয়েছে এক হঠাৎ পড়ে-পাওয়া সচ্ছলতার স্বর্ণমৃগের হাতছানি? এ বোধকরি এমন এক অর্থের জন্য লালসা, যার পিছনে না আছে পরিশ্রম, না বুদ্ধি। সর্বক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবেই লটারীর প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। তেমনটা কিন্তু না-ও হতে পারে। লটারীর টিকিট কাটতে চাকুরেদের ভিড় করাটা তারই ইঙ্গিতবাহী।

বিভিন্ন দেশেই কিন্তু সরকার লটারী পরিচালনা করে থাকে সামাজিক উন্নয়নে বা ক্রীড়াক্ষেত্রে অর্থের জোগান পেতে। পটারী একটা ভালজনক ব্যবসা, বিশ্বজুড়েই। হার্ভার্ড, কলম্বিয়া কিংবা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটা অংশ এসেছে লটারী থেকে। শ্রীলঙ্কা ২০০5 সালের গোড়ায় সুনামি-বিধ্বস্তদের পুনর্বাসনের জন্যে আয়োজন করে জাতীয় লটারীর। ‘ওয়ার্ল্ড লটারী। অ্যাসোশিয়েশন’ -এর ২০১৭-র গ্লোবাল কোপেন্ডিয়ামে পাচ্ছি সে বছর পৃথিবীতে লটারীর টিকিট বিক্রি হয়েছে ২৯,৩৪০ কোটি ডলারের। এই বিপুল অর্থের মধ্যে পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়েছে এর ৭১ শতাংশ। আর ২৯ শতাংশ গিয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে। অনুদান হিসাবে। সাম্প্রতিক অতীতে আমাদের দেশেও কিন্তু ‘আয়ুষ্মান ভারত’ এবং অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের অর্থ সংগ্রহের জন্য লটারী করার প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু কোন মানসিকতার তাড়নায় এই কোটি কোটি ডলার জেতার স্বপ্ন নিয়ে টিকিট কাটে সাধারণ মানুষ?

আসলে একটা সম্ভাবনায় খেলায় ঝেতার, ভাগ্যদেবীর বরপুত্র হওয়ার অভীপ্সা বোধকরি আমাদের রক্তে মিশে রয়েছে। অনেকেই একে এক করে দেখতে চান ক্লাসিক মহাভারতীয় ঘটনার সঙ্গে। হ্যাঁ। সভাপর্বের অনুরণন আমাদের রক্তকণিকায়। যুধিষ্ঠির আর শকুনির সেই উত্তরাধিকার রয়ে নিয়ে চলেছি আমরা। হয়তো বা অজান্তেই। এ নিয়ে অভশ্য যুক্তি প্রতিযুক্তি বিস্তর। এরই মাঝে লটারীর কালচার ছড়িয়ে গিয়েছে সমাজের সর্বস্তরে। যেমন, কোনও ক্ষেত্রে হয়তো সরকারি আবাসনের জন্য আবেদনকারী অনেক। বাছা হবে লটারী করে। এমনকী, ইশকুলে ভর্তিতেও পর্যন্ত লটারী।

এ প্রসঙ্গে মনে আসে, ২০১০ সালের হলিউড ছবি, ‘দ্য লটারী’-র কথা, যেখানে চারটি বাচ্চা অংশগ্রহণ করেছে একটি লটারীতে। লটারীতে জিতলে তার ভর্তি হতে পারবে নিউইয়র্কের সেরা স্কুলগুলির একটিতে। শিশুর যোগ্যতা নয়, লটারীর ভাগ্যই এখানে মুখ হয়ে ওঠে। লটারী হয় পরোক্ষভাবেও। যেমন, বহু টিভি শো বা বহু দ্রব্যের প্রচারের বা বিজ্ঞাপনের অঙ্গ হিসাবে দেওয়া হয় ‘চান্স গেম’। যেমন, কোনও সহজ প্রশ্নের উত্তর এসএমএস করে পাঠাতে বলা হয় কোনও নবেরে, যার উত্তর ঠিকঠাক দিতে পারবে প্রায় সবাই। এই এসএমএসগুলির খরচই তো পরোক্ষে টলারীর টিকিট কাটা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভাগ্যবান বিজয়ীকে বেছে নেওয়া হয় লটারী করে, পুরস্কারের জন্য। এও লটারীরও একটি রূপ,কিন্তু এর মাধ্যমে সরকারের লাভ হয় না কিছুই। ভারতে প্রত্যক্ষভাবে লটারী পরিচালনা করতে পারে কেবলমাত্র কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি। প্রাইভেট লটারী কোম্পানিগুলি কাজ করে সরকারের তরফেই। ১৯৯৮ সালের লটারী আইন অনুসারে কিছু বিধি নিষেধ আসে। স্ক্র্যাট কার্ড এবং সে, কর, দই বা তিন অঙ্ক ঠিক থাকলে নিশ্চিত পুরস্কারের আশ্বাস থাকা কিছু ধরনের লটারীকে নিষিদ্ধ’ করা হয়। ২০১০-এর আইন আরোপ করে আরও কিছু বিধিনিষেধ। এখন বোধহয় গোটা নয়েক রাজ্য লটারী চালায়।

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

শহিদ ২০ ভারতীয় সেনার রক্তের বদলা নেওয়ার দাবি করিমগঞ্জ কংগ্রেসের পুড়েছে শি জিংপিঙের কুশপুতুল

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চিনা আগ্রাসনে শহিদ ২০ ভারতীয় সেনার রক্তের বদলা নিতে হবে। বর্তমানে লাদাখ সীমান্তের পরিস্থিতিও দেশবাসীর সামনে খোলসা করতে হবে। চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিংপিঙের কুশপুতুল পুড়িয়ে এই দাবি তুলেছে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস।

লাদাখ সীমান্তে দেশ ও দেশের সেনাবাহিনীর উপর চিনা সৈনিকদের আগ্রাসন ও হামলার প্রতিবাদে কংগ্রেস চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিংপিঙের কুশপুতুল পোড়ানো কর্মসূচির মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। চিনা রাষ্ট্রপতি মুর্দাবাদ, ভারতীয় সেনা জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভারী করে তুলেন কংগ্রেসিরা। সোমবার বেলা ১-টা নাগাদ করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ইন্দিরা ভবনের সামনে দলের জেলা সভাপতি সতু রায় ও বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের নেতৃত্বে চিনের রাষ্ট্রপতির কুশপুতুল পোড়ানো হয়েছে।

কুশপুতুল পোড়ানোর পর জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশের সৈনিকদের পাশে আছে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সীমান্তে সৈনিকরা অতন্দ্র প্রহরায় রয়েছেন বলেই আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছি। লাদাখ সীমান্তে শহিদ ভারতীয় ২০ সেনার রক্তের বদলা নিতে হবে। সেই সঙ্গে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় বর্তমানে কী পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা-ও দেশবাসীর সামনে পরিষ্কার করে বলতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোড়ালো দাবি জানান জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, চিনা আগ্রাসনে ভারতীয় যে ২০ জন বীর সেনানী আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাঁদের এই শৌর্য দেশবাসী চিরদিন স্মরণে রাখবেন। দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ বীর সেনানীদের রক্তের উপযুক্ত বদলা নিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও।

আজকের কুশপুতুল পোড়ানো কার্যসূচিতে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র শাহাদত আহমদ চৌধুরী, সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, উত্তম মজুমদার, শহর মণ্ডল সভাপতি তাপসকান্তি পুরকায়স্থ, বিশ্বজিৎ ঘোষ, জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সংঘমিত্রা দাস, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, ভিকি কুরি, শুভঙ্কর দাস, সন্দীপ নন্দি, প্রদীপ কুরি প্রমুখ।

ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়ামের সুর্বন জয়ন্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হাইলাকান্দি জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২১৫

হাইলাকান্দি (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। রবিবার সর্বাধিক ৩০ জন আক্রান্ত হাওয়ার পর আজ সোমবার আরও ৭ জনের দেহে করোনার উপসর্গ মিলেছে। টেস্টে সাত জনের রেজাল্ট পজিটিভ আসে। এ নিয়ে জেলায় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ২১৫ জনে।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্র অনুসারে, আজকের আক্রান্তরা হলেন হিফজুর রহমান (১৮), ফরিজ উদ্দিন মজুমদার (২৫), মাশরুম আলম লস্কর (২০), আবু সুফান লস্কর (২২), বাপ্পন সিনহা (৩৯) এবং সাধনমিয়াঁ মজুমদার (২৮)।

এই ৭ আক্রান্তের মধ্যে ৪ জন বিএড কলেজ সরকারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে, ১ জন রয়েল গেস্ট হাউস সরকারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে এবং তিন জন হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন বলাইপার দ্বিতীয় খণ্ড, লালাকান্দি এবং পূর্বগুলে।

এদিকে জেলায় নতুন করে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে লালা রেভিনিউ সার্কলের অধীন মনাছড়া বস্তিকে, যেখানে রবিবার তিন মাসের শিশু সহ এক পরিবারের চারজনের দেহে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। এছাড়া কাঠলিছড়া রেভিনিউ সার্কলের অধীন দিনানাথপুর দ্বিতীয় খণ্ড এবং হাইলাকান্দি রেভিনিউ সার্কলের অধীন দক্ষিণ সোনাপুর দ্বিতীয় খণ্ডকে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

হাইলাকান্দি জেলার ৮৬ জন রোগী রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে রোগমুক্ত হয়ে ছাড়া পেয়েছেন। বর্তমানে জেলার ১২৭ জন অ্যাক্টিভ রোগী রয়েছেন এবং দুজন মারা গেছেন বলে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রে জানানো হয়েছে।

জেলার ৫,৫৭৯ জনের সোয়ার নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৪,৩২৭-এর রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে। ৯৭৯ জনের সোয়াব রিপোর্ট এখনও আসেনি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ল্যাব থেকে।

সূত্রটি জানিয়ছে, ১,৫৩৩ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এবং ২,৩০৯ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। ২০৫ জন রাজ্যের বাইরে থেকে আগতের স্ক্যানিং এবং সোয়াব পরীক্ষা করা হয়েছে। গত কয়েক দিনে হাইলাকান্দি জেলায় বাসে চড়ে গুয়াহাটি থেকে এখন পর্যন্ত ১,২০০ জন এসেছেন। আরও অনেক লোক বাইরে থেকে আসবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই জেলা প্রশাসন আরও স্কুল, হোটেল, সরকারি ভবন, গেস্ট হাউস নির্ধারিত করে রেখেছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য।এখানে উল্লেখ্য, রবিবার হাইলাকান্দি জেলায় রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ তিন মাসের শিশুকন্যা দেহে করোনার উপসর্গ মিলেছিল। বর্তমানে সে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শর্তসাপেক্ষে রথযাত্রায় অনুমতি, সুপ্রিম আদেশ মানতে সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা পুরীতে

ভুবনেশ্বর, ২২ জুন (হি.স.): সোমবার রাত ন'টা থেকে বুধবার দুপুর দুটো পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ থাকবে পুরী। সুপ্রিম কোর্ট শর্তসাপেক্ষে পুরীর রথযাত্রায় অনুমতি দেওয়ার পরই আজ ৪১ ঘণ্টা পুরীতে সম্পূর্ণ লকডাউন থাকবে বলে জানিয়ে ওডিশা সরকার।

এর আগে আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে, বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী ও বিচারপতি এ এস বোপান্না এই তিন সদস্যের শর্তসাপেক্ষে ওডিশার পুরীতে রথযাত্রার অনুমতি দেন। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, একমাত্র রথের সঙ্গে জড়িত যাঁরা সেই সেবাইত ও পাণ্ডারা ছাড়া কেউই থাকতে পারবেন না। মানতে হবে করোনা সংক্রান্ত সবরকম স্বাস্থ্যবিধি। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, পুরীর জগন্নাথ মন্দির কমিটি, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয়ে রথযাত্রার আয়োজন করা যাবে। এরপরই করোনা পরিস্থিতিতে রথযাত্রার আয়োজনে সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করতেই পুরীতে সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। ওডিশা সরকার জানিয়েছে আজ রাত ন'টা থেকে বুধবার দুপুর দুটো পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ থাকবে পুরী।

উল্লেখ্য, এদিনের। শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে, লোকসমাগম ছাড়া রথে তাদের আপত্তি নেই। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, রখযাত্রা কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসের জিনিস। এবার যদি রথ না বেরোয় তবে আগামী ১২ বছর রীতি অনুযায়ী রথ বেরোতে পারবে না। কেবলমাত্র যেসব লোকের করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ, তাঁরাই রথের কাছে থাকবেন। একই বক্তব্য ওডিশা সরকারেরও। তারাও নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে রথযাত্রার পক্ষে। ওডিশা সরকার এও জানিয়েছে, তাদের সব বিভাগই প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো তারা কাজ করবে। আবেদনকারী ওডিশা বিকাশ

ছয়ের পাতায়

২৫ জুন অসম উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল

গুয়াহাটি, ২২ জুন (হি.স.) : পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২৫ জুন বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল (এএইচএসইসি) বা অসম উচ্চ মাধমিক শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল।

একই দিন তিন শাখা যথাক্রমে কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যের ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল (এএইচএসইসি) বা অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ কর্তৃপক্ষ।

এদিন সকাল নয়টায় (৯:০০) পরিষদের ১৪টি ওয়েবসাইটে এক সঙ্গে প্রকাশ করা হবে ফলাফল। ফলাফল ঘোষণার পর পরীক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় বা কলেজ থেকে ফলাফলের সঙ্গে মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারবে বলে জানানো হয়েছে।

যে ১৪টি ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হবে সেগুলি ওই সব ওয়েবসাইটে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের রোল এবং নম্বর টাইপ করে ফলাফল দেখার পাশাপাশি ডিজিটাল মার্কশিটও ডাউনলোড করতে পারবে। এছাড়া শিক্ষা সাংসদ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে খুব শীঘ্রই পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়ছেন অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সচিব।

করোনা পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মার্কশিট যাতে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয় সে ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিতেও নাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সচিবের কাছে জানা গেছে, চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট ২, ৩৬,৮০৯ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে কলা শাখায় ১,৭৫,১৭৫ জন, বিজ্ঞান শাখায় ৪০,৫৮৮ জন, বাণিজ্য শাখায় ১৮,১৭৮ জন এবং বৃত্তিমূলক শাখায় ৮৬৮ জন পরীক্ষার্থী। রাজ্যের মোট ৭৭২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে এবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (এএইচএসএসএলসি) পরিচালিত ২০২০ শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা। প্রথম দিন ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। শেষ হয়েছে ১৪ মার্চ গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের পরীক্ষার মাধ্যমে।

চিনে তৈরি সামগ্রী বয়কটের ডাক হাফলং লেডিজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং বাঙালি কল্যাণ পরিষদের

হাফলং (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : চিনে তৈরি সামগ্রী বয়কটের ডাক দিলেন হাফলং লেডিজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভানেত্রী গোপা চৌধুরী। গত ১৫ জুন লাদাখ সীমান্তে গালওয়ানে চিনা সেনার আক্রমণে ২০ ভারতীয় জওয়ান শহিদ হওয়ার পর সমগ্র দেশ জুড়ে চিনের বিরুদ্ধে মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে চিনে তৈরি সামগ্রী বয়কটের ডাক দিচ্ছেন। এবার ডিমা হাসাও জেলায় চিনা সামগ্রী বয়কটের আহ্বান জানালেন গোপা চৌধুরী।

রবিবার সন্ধ্যায় হাফলঙে জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে হাফলং লেডিজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও বাঙালি কল্যাণ পরিষদের সদস্য সদস্যারা লাদাখ সীমান্তে গালওয়ানে চিনা সেনার আক্রমণে শহিদ ২০ জন ভারতীয় সেনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। হাফলঙে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে জড়ে হয়ে ভারতীয় সেনার ২০ জন শহিদের স্মৃতিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে কুড়িজন শহিদ সেনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়ছে।

গোপা চৌধুরী বলেন, ভারতীয় সেনারা দেশের ভূখণ্ড রক্ষা করতে যে ভাবে বুক উঁচিয়ে লড়াই করেছেন এবং নিজের জীবন বলিদান দিয়েছেন তার জন্য দেশবাসী এই বীর শহিদদের আত্মত্যাগ কখনও ভুলতে পারবে না। তাই সময় এসে গেছে, চিনের এই অগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে রুখে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের পাশে দাঁড়ানোর। গোপা বলেন, দেশমাতৃকাকে রক্ষা করতে ভারতীয় সেনা অনেক শক্তিশালী। তাই চিনকে ভারতীয় সেনা যোগ্য জবাব দেবে বলে মন্তব্য করেন গোপা চৌধুরী। এদিন দুটি সংগঠনের সদস্য সদস্যা ছাড়াও সাধারণ নাগরিক ও পুলিশের পক্ষ থেকে অমর শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

রামবান থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ইউপি-র এটিএস টিম

জম্মু, ২২ জুন (হি.স.) : রামবান জেলা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশের অ্যান্টি টেরর স্কোয়াড (এটিএস)। রবিবার রাতে রামবান জেলার মৈত্রা গ্রাম থেকে সালমান খুরশিদ নামে ওই যুবক গ্রেফতার করে উত্তর প্রদেশের এটিএস। সোমবার এটিএসের দল তাকে নিয়ে উত্তর প্রদেশে চলে গেছে।

উত্তরপ্রদেশের এটিএস বরেলি থেকে মহম্মদ ইমানুল্লাকে গ্রেফতার করে। সালমান খুরশিদ ওয়ানির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তার।মহাম্মদ ইমানুল্লা কয়েকদিন আগে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে যুবকদের নাম লেখানোর এবং দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর ঘোষণা করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সে যুবকদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার করত বলে জানা গেছে। কয়েক মাস আগে নয়ডায় একটি সরকারী কর্মসূচির আওতায় রামবানের যুবক সালমান ওয়ানী তিন মাস প্রশিক্ষণ নিইয়েছিল। ওই সময় সালমান খুরশিদ ওয়ানী বরেলি গিয়ে মহাম্মদ ইমানুল্লার

ছয়ের পাতায়

শিবসাগরের দিখৌ নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, বন্যার জলে প্লাবিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল

শিবসাগর (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে শিবসাগরের দিখৌ নদী। বৃষ্টিতে নদীর জলস্তর বহু বেড়েছে। ফলে শিবসাগর শহরে জল উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে শহরবাসী। সেই সঙ্গে মেটেকাঘাট, সলেগাঁও, থানামুখ, ডুবিচুক, অর্জুগুড়ি, কমারফদিয়া, জোগনিগাঁও, কেঁওরপুর, শান্তিপুর, বলিয়াঘাট, হাঁহচরা, চেরেকাপার ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বন্যার জলে ডুবেছে ধান ক্ষেত। জলে থই থই রাজপথ। শিবসাগর শহরের বিভিন্ন জায়গায় বাঁধের ওপর দিয়ে বর্ধিত জল বয়ে যাচ্ছে। ফলে কেঁওরপুর মৌজার গেমন সেতুর নীচে দিয়ে দিখৌ নদীর জল বয়ে যাচ্ছে। বন্যার জলে ডুবেছে কেঁওরপুর হাইস্কুল, ৬৫ নম্বর ন-কাটনি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেঁওরপুর বালক মধ্য বিদ্যালয়। জলে প্লাবিত নদীর দুই পারের বিস্তীর্ণ এলাকা। অন্যদিকে নাজিরা, শিমলুগুড়ির বিভিন্ন এলাকায়ও দিখৌ নদীর জল বাঁধের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে এলাকার লোকজনদের। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে না খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে বন্যা দুর্গতদের।

কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের উন্নয়নে ২৪.৫৬ কোটি টাকার চেক বিলি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

কাজিরঙা (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের পরিবেশতন্ত্র পরিচালনা প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ২৪.৫৬ কোটি টাকার চেক সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এদিন কাজিরঙার বুঢ়াপাহাড়ে বন দফতরের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভার আয়োজন করা হয়।

আয়োজিত সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের সংলগ্ন পাঁচটি জেলার সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং বন বিভাগ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পেরেছে। ফলে বিজেপি সরকারের আমলে কাজিরঙায় গণ্ডার হত্যা কমেছে। মুখ্যমন্ত্রী জেলাবাসী এবং প্রশাসনের সকলকে ধন্যবাদ জানান। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ভারত সরকারের জলবায়ু পরিবর্তনের জাতীয় অনুকূল তহবিল থেকে পাঁচটি জেলার সাতটি পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে উদ্যানের উন্নতি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ২৪.৫৬ কোটি টাকার চেক বিতরণ করেন। তিনি চোরাশিকারির বিরুদ্ধে এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত, বিশ্বনাথ কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ বরঠাকুর, বন বিভাগের অ্যাডিশনাল চিফ কনজারভেটর এমকে যাদব এবং কাজিরঙার জাতীয় উদ্যানের অধিকর্তা পি শিবকুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কাজিরঙার ডিএফও রমেশকুমার গগৈ অনুষ্ঠানের শুরুতে সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে বহুমূল্য বক্তব্য পেশ করেন কাজিরঙার অধিকর্তা পি শিবকুমার। জলবায়ু পরিবর্তন, কাজিরঙার জৈব বৈচিত্র্যকে ধরে রাখতে দেশে এই প্রথম পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান শিবকুমার। এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

রথযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশে খুশি দেশবাসী : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.) : সুপ্রিম রায়ে ওডিশার পুরীতে ভগবান শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা আয়োজনের কয়েকশ বছরের পুরানো ঐতিহ্য অব্যাহত থাকবে। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট শর্তসাপেক্ষে রথযাত্রার অনুমতি দিয়েছে। ফলে মঙ্গলবার ভগবান শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা বের হবে। আদালতের এই সিদ্ধান্তের পরে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ওডিশার মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, আজকের দিনটি সবার জন্য বিশেষত ওডিশার ভাইবোনদের পাশাপাশি মহাপ্রভু জগন্নাথজীর ভক্তদের জন্য একটি বিশেষ দিন। রথযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে সমগ্র দেশ সন্তুষ্ট।

সুপ্রিম কোর্টের রায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই অমিত শাহ টুইট করেছিলেন। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ভারতে আমার কোটি কোটি ভক্তের জন্য এটি আনন্দের বিষয় যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেবল ভক্তদের অনুভূতিই বোঝেননি, পরামর্শগুলি কার্যকর করেছেন যা আমাদের দেশের মহান ঐতিহ্য অনুসরণ করা।

উল্লেখ্য, অমিত শাহ এর আগে জগন্নাথের রথযাত্রা নিয়ে অনিশ্চয়তার মাঝে সোমবার জগন্নাথ মন্দির পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান গজপতি মহারাজা দিব্যা সিং দেবের সাথে কথা বলেছেন। তিনি আশা করেছিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট পুরীর এই বছরের রথযাত্রাকে অনুমোদন দেবে।

ধুবড়ির কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে আত্মহত্যা জনৈক ব্যক্তির

ধুবড়ি (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়িতে অবস্থিত এক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে আত্মহত্যা করেছেন জনৈক ব্যক্তির। সোমবার সকালে ধুবড়ির আজিজ লজের কোয়ারেন্টাইন কক্ষ থেকে গলায় ফাঁস জড়ানো ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সুনীল রায় নামের বছর ৫০-এর এক ব্যক্তিকে।

ধুবড়ির সার্কল অফিসার জয়শংকর শর্মা জানান, গত ১৪ জুন ওই ব্যক্তির সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল। ১৭ জুন কোভিড-১৯ টেস্টে তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। গত ১৯ জুন থেকে আত্মঘাতী সুনীল রায় ওই লজে ছিলেন। ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে প্রথমে ওই লজেরই এক কর্মীর চোখে পড়ে। লজের ১০৭ নম্বর রুম থেকে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতে করোনায় প্রতি লাখে আক্রান্ত ৩০.০৪

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি. স.): জনপ্রতি এক লাখের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার নিরিখে ভারতের হার সবথেকে কম বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু। তাদের মতে ভারতে প্রতি এক লাখে ৩০.০৪ করোনা রোগী রয়েছে। জনঘনত্ব বেশি হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এই হার কম জনপ্রতি এক লাখে বিশ্বের অন্যান্য দেশে আক্রান্ত হওয়ার হার ভারতের থেকে তিনগুণ বেশি।

হু এর রিপোর্ট অনুযায়ী এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যেখানে প্রতি এক লক্ষ করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৭১.২৪ ।দুই নম্বরে রয়েছে জার্মানি। যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮৩.৮৮। তিনে স্পেন ৫২৬.২২,চারে ব্রাজিল ৪৮৯.৪২। গোটা বিশ্বের নিরিখে প্রতি এক লাখে আক্রান্তের সংখ্যা ১১৪.৬৭। বিশ্বের ২১৩ টি দেশে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে।মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৪ লাখ ৭১ হাজারের বেশি।

দেশে করোনায় সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৫৫.৭৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি. স.): দেশে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫.৭৭ শতাংশ। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৩৭১৯৫। সোমবার সুস্থ হয়ে উঠেছে ৯৪৪০ জন। বর্তমান সময়ে গোটা দেশে করোনার চিকিৎসা চলছে ১৭৪৩৮৭। আশ্বস্ত হওয়ার খবর এই যে আক্রান্ত নিরিখে সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেড়ে চলেছে। এই ব্যবধান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২৮০৮।দেশে করোনা পরীক্ষার জন্য ৯৮৫ টি পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে।এরমধ্যে ২৬২ টি বেসরকারি এবং ৭২৩ টি সরকারি পরীক্ষাগার রয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৩২৬৭ লালারসের নমুনার পরীক্ষা হয়েছে।এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে ৭০ লক্ষ পরীক্ষা হয়েছে।

মঙ্গলবার আগরতলায় ডিএসও'র উদ্যোগে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতি ও নেতিবাচক দিক

ড্যান ব্রাউনের অরিজিন উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তারা হয়ত কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। অরিজিন উপন্যাসের কাহিনি কাল্পানিক হল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব অগ্রগতি এখন কল্পনাকেও হার মানায়।

মানব সভ্যতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কতখানি দানবীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় গত বছরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘয়না। গত বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বুদ্ধিমত্তা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক একটি শুনানিতে পার্লামেন্টেরিয়ানদের সহেগ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানা হয় পিপার নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক রোবটেকেও। এ স ময় রোবট পিপার সংশ্লিষ্ট বিষয় চাড়াও নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবীয় বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেয়। পার্লামেন্টে রিয়ানদের এক প্রশ্নের জবাবে পিপার অবস্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনি মানবজাতির প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়াবেন। পিপারের এ উত্তরের ওপর কথখানি আস্থা রাখা যাবে, সেটি অবশ্য ভাববার বিষয়। এক সময় কম্পিউটারকেক সংজ্ঞায়িত করা হতো বুদ্ধিহীন একটি যন্ত্র হিসেবে, যা কিনা কেবল মানুষের দেয়া নির্দেশ না অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম্পিউটার এখন মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিং প্রযুরদ্ধকক্তর মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে. অথীতে কম্পিউটার অনেক যান্ত্রিক কাজে মানুষকে পেচনে ফেললেও কগনিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মানবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিুটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে ধাড়াও এখন বদলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতি সংবেধনসীল সৃষ্টিশীল বিষয়ও এখন কম্পিউটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষহলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আকছে উপন্যাসও লিখছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বচিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলার বইয়ের পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আঁকা একটি চিত্রকর্ম, ৪,৩২,০০০ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। চিত্রকর্মটিরনিচে শিল্পর মতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিধত্বণগ্ন। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আকা একটি চিত্রকর্মী নিচে মনবশিল্পীর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিক অ্যালগোরিদগম তার একটি স্বাক্ষরও করে দিয়েচে। সাংবাদিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদচারণা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে অটোমেটেড জার্নালিস্ট বা সাবাদিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংবাদ সংস্থা চালুহয়েছিল ২০০৮ সালেই, নতুন ধারার এই সাংবাদিকরা মানুষের চেয়ে ককোনো দিকেই কমদক্ষ নয় বরং দ্রুততা এবং নির্ভুলতা মানুষের চেয়েও বেশি। চীনে ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভার্চুয়াল

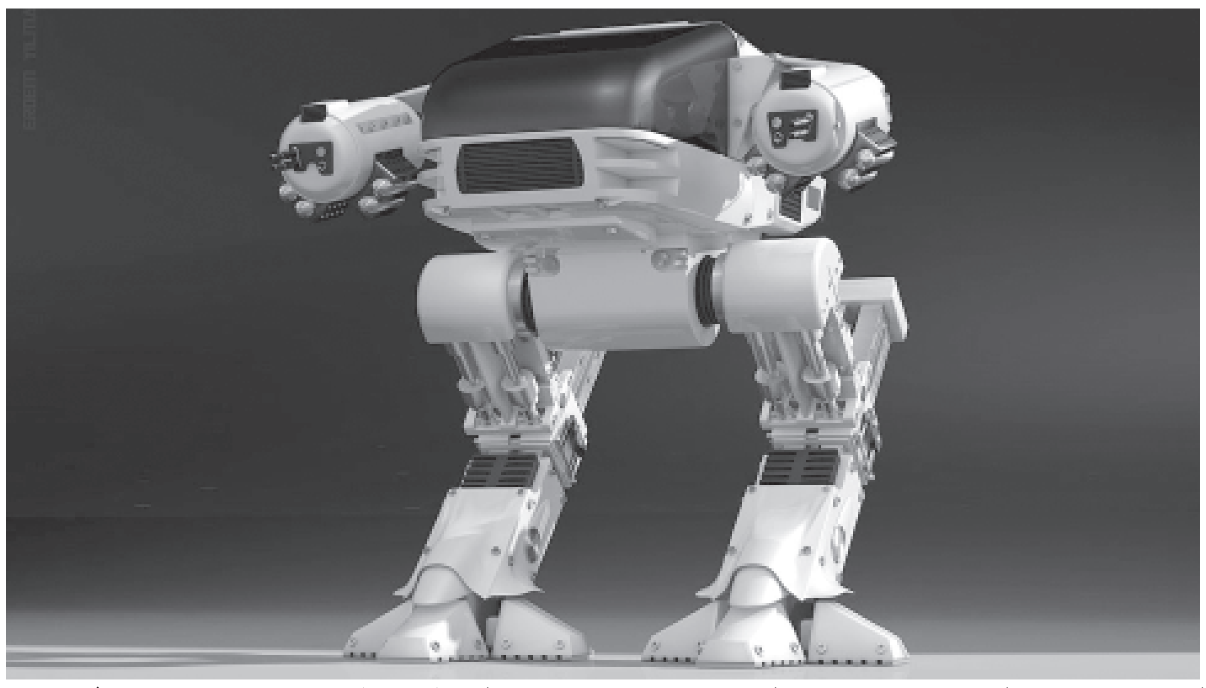

সংবাদ পাঠককে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করাহচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কোনদিকে প্রবাহিতহচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার ম প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজরে পড়াশুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতহচ্ছে। কম্পিউটার এখনে মশিন লার্নিং ও ডিপ লর্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উটেছে। অঅতীতে কম্পিউটারের অনেক যান্ত্রিক ক কাজে মানুষকে পেছনে ফেললেও কননিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মনবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিউটারের ধরাছোঁয়ার বারিে। সে ধারণাও এখন ব দলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতিসংবেদনশীল সযষ্টি বিষখয় বিষয়ও এখন কম্পিুটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষ হলেই যে সবাই শিল্পসাহিত্যের মতে বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আঁকছে, ুপন্যাসও লিখশছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলাব বইইযেব পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আগমীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কেনদিকে প্রবাহিত হচ্চে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজারে পড়া সুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠা ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প কারখাণাগুলোতে রোবটের ব্যবহার বাণছে আশঙ্কাজনক ভাবে। গত বছর চিনের কারখানায়গুলো রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৮ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফেরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের ভেতর বিশ্বের ৮০ কোটি চাকরি দখল করে নেবে রোবট। বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি কেয কেবল চাকুরি দখল করছে, তা নয়, ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলাহয়েছে, বিশ্বের অন্তত ৫০০টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে, অর্থাৎ যন্ত্র এখন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু মানবজাতির চাকরি হরানোর কারণে হবে তা নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক রণে নতুন পেশারও সৃষ্টিহবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন পেশা কৃত্রিম বুদিদমত্তার উত্থানের ফলে সৃষ্টি হলেও উঁচুস্তরের এ পেশায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নাগাল প্যাওয়া কোনক্রমেই সহজ হবে না। উচু মানের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন এসব পেশায় একচ্ছত্র আধিপত্য করবে উন্নত বিশ্বের উঁচুতলার মানুষজন, আর বে কারহবে গরিবরা। প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, জাতিসংঘের প্রয়াত মহাসচিব কফি আনান অনেক আগেই কৃত্রিম বহুদ্ধিমত্তার উত্থান সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অলোচিত প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনবজাতির জন্য সবচেয়ে ভংয়কর হুমকি এমনকি এটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ প্রযুক্তি একসময় মনুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, নিজেই একটি সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের প্রকল্প ঠিক একই কারণে বন্ধ করতেবাধ্য হয়েছিল। ফেসবুকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট মূল প্রোগ্রামের বাইরে নিজ থেকে আলাদা একটি ভাষায় মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে দিয়েছিল। যার ওপর ওই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ঘটনার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। চিনের অতি প্রাচীন গো খেলাায় পেশাদার কিংবদন্তি খেলোয়াড় লি সিডলকে টান চারবার হারিয়েছে গুগল ডিপ মাইন্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাআলাফ গেঅগ্ন. এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়, আগামী দিনে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোতেও মানুষকে ছাঁড়িয়ে যেতে পরে কম্পিউটার। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তার পরিশ্রমের লাঘবের জন্য। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্তক্য এখনে। যন্ত্র যদি ক্রমশ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করতে শুরু করে, মানুষ এবং যন্ত্রের বিরোধটা শুরু হবে এখান থেকেই। অনেকের ধারণা আগামীদিনে মানুষের কাজের পরিধি কমে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়বে ক্রমশ কর্মশূন্য। বুদ্ধিমান যন্ত্রের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ উপার্জিত হবে তার ওপর কর ধার্য করে এবং সে অর্থ মানবজাতির ভেতর বন্টন করে মানবসভ্যতায় সমন্বয় করাহবে। কর্মহীন যে জীবনের আশঙ্কা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সে কর্মহীন জীবন কতটা সুখকর হবে অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আমরা কতটা মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারব, সেটিই আসল চিন্তার বিষয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি মানবজাতির কল্যাণেরর তুলনায় শোষণ ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ হয়েছে বেশি। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উপন্যাসের ঘটনা কাল্পনিক হলেও আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমরা অনেকটা অজান্তেই প্রবেশ ক রছি সভ্যতার আরেকটি স্তরে, যেখানে মানবসভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যার স্রষ্টা মানুষ নিজেই।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া নয়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনর পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান।

আপনার সমস্যা

অমার বয়স ২৭। ঢাকার সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করলাম এক বছর হলো। ২০০৯ সালের কথা, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে মনোজগত নামে একটি ম্যাগাজিন কিনে এনে পড়লাম এবং এতে থাকা একটি সমস্যার সঙ্গে আমি আমার একটু মিল খুঁজে পেলাম।' আমার খেয়াল আছে তখন আমি ভালো ছিলাম। সবার সঙ্গে হাসি খুশি দাওয়াত, পার্টি খেলাধুলা সব করতাম। শুধু সমস্যা ছিলো স্যারদের সঙ্গেকথা বলতে। পড়া বলতে গেলে হাত কাঁপতো বা ভয়ে ভুলে যেতাম।

ওই ম্যাগাজিনে কিছু ওষুধের বিবরণ ছিল, ট্রিপটিন, নেক্সিটাল, অ্যালজোলাম, সেট্রালাইন। এগুলো আমি মাঝে মাঝে খাওয়া শুরু করলাম, প্রথম প্রথম কোনো সমস্যা পাইনি। কিন্তু পরে দেখলাম ঘুম চলে গেছে, বিষন্নতা, চেহারা খারাপ হচ্ছে যাচ্ছে। আমি ধানমরিড মনোজগত সেন্টারে গেলাম। ডক্টর আমাকে অনেক ওষুধ দিলেন।

বি ৫০- ফোর্ট সেট্রা, ক্লোনাজিপাম, সেকলো এবং জিংকো বাইলুবা এগুলো খাওয়ার পর একটু ভালো থাকতাম কিন্তু ওজন কমে যেতো। পরে আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেই। তখন নিজ নিজে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম।

বর্তমান অবস্থা

আমি এখন কোনো ওষুধ খাই না। এখন সমস্যা হলো অমার মধ্যে ফোবিয়া কাজ করে। এগারোফোবিয়া ও হাইপারহাইড্রোসিস (মাথা ঘামাই) বিরাজমান। আবার রাতের বেলা বেলা হাসের ডিম খেলে ঘুম হয় না, ভোর ৫ টার দিকে জেগে যাই।

আমি বাড়ির বাহিরে যাই না ঘামের ভয়ে। বিষন্নতা আমাকে সারাদিন ঘিরে রাখে। মনে আনন্দ কম থাকে। অল্পতে নার্ভাস হয়ে যাই। অপরিচিত কারও সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাড়াহুড়ো ও দ্রুত কথা বলি। আর মাথা ভিজে ঘামে এককার। মনের মধ্যে বল পাই না।

সমস্যা ১. যখন বাইরে যাই কিংবা বাড়িতে কাজ করি তখন মাথা ও বগল ঘেমে একাকার হয়ে যায়। আর অপরিচিত মানুষের সামনে গেলে ঘাম বেশি হয়, খাওয়ার সময় ঘামে অস্বস্তি লাগে। ২. নার্ভাসনেস ও ঘামের ভয়ে বাজারে যাই না, মানুষকে এড়িয়ে চলি। অনেকদিন বাড়িতে থাকছি। আত্মহত্যার বিনদুমাত্র ভাব আসে না। বাড়িতে খুবই ভালো থাকি। কিন্তু কষ্ট দেয়। আম্মা আমাকে ভীতু বলে জানে। ভাবে আমার দ্বারা কিছু হবে না। কারণ আমাকে কোথাও যেতে বললে আমি না করে দেই। আর যদি যেতেই হবে তখন আমি হতাশ হই ও ঘামে মাথা ভিজে যায়।

এখন আমি কি করতে পারি? ঘাম ও এগারোফোবিয়া নিয়ে আমার জীবন শেষ।

আমাদের সমাধান

আপনার সমস্যাগুলি পড়লাম। বর্তমানে আপনি এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে বলবো, দেরি না করে পরিবারের সহায়তায় আপনি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞে র পরামর্শ নিন।

তা না হলে আপনার এই সমস্যা চলতেই থাকবে এবং একজন কর্মদক্ষ মানুষ হয়েও আপনি কর্মক্ষম হিসেবে দিন পার করবেন। এখন যেমন করছেন, সেটা হয়তো চলতেই থাকবে।

কিন্তু আপনি যদি সঠিক চিকিৎসা নেন, তবে অবশ্যই এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপনি লিখেছেন, আপনি বর্তমানে ঘর থেকে প্রায় বেরই হন না। বের হতে ভয় লাগে, ঘামের ভয়ও আসে। কিন্তু আপনি যখন ঘরে থাকেন, তখন আপনার কোনো অসুবিধা হয় না। সেই সঙ্গে

দেশে মেয়েদের নিয়ে শুরু হচ্ছে রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথ্য প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প।

আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্দিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রযুক্তিতে নারীরা সর্বদাই পিছিয়ে আছে তাই আমরাই প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশর স্বপ্ন পূরণের জন্য মেয়েদের নিয়ে রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে এই নূতনধর্মীয় যুগপযোগী এইলিডারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছি।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬৪ জন মেয়েকে আমরা দক্ষ টেক লিডার হিসাবে গড়ে তুলতে চাই যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় শতশত টেক মেম্বারকে প্রশিক্ষিত করবে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে।

জন্ডিস হলে হেলাফেলা নয়

জন্ডিসের কথা শুনলে অনেকে ভাবেন, এ আর এমন কী; হরহামেশাই হচ্ছে, আবার টোটকা বা মামুলি কবিরাজি চিকিৎসায় ভালো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে আমরা জন্ডিস হলে একটু চিন্তিতই হই বৈকি। জন্ডিস যে ধরনের বা যে কারণেই হোক, এটি সব সময়ই একটি গুরুতর উপসর্গ। জন্ডিস নিজে কোনো রোগ নয়, বরং অন্য কোনো রোগের লক্ষণ। ভাইরাস সংক্রমণ থেকে শুরু করে সিরোসিস বা ক্যানসারের মতো রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে এই জন্ডিস। তাই জন্ডিস হলে অবহেলা করতে নেই।

আগে জানা দরকার জন্ডিস বলতে আমরা কী বুঝি। মানুষের রক্তে অনেক উপাদানের মধ্যে বিলিরুবিন একটি। এই বিলিরুবিনের উৎপত্তি রক্তের লোহিত কণিকা থেকে। রক্তের লোহিত কণিকা যখন স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখনই লিভারে এই বিলিরুবিন তৈরি হয় এবং পরবর্তী সময়ে রক্তে প্রবাহিত হয়ে মল ও প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। এই বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে এটি জমা হতে থাকে শরীরের বিভিন্ন কোষকলায়। আর তখন কোষকলার স্বাভাবিক রং পরিবর্তন হয়ে হলুদাভ হয়ে যায়। ত্বক ও চোখের ঝিল্লি হলুদ রং ধারণ করলে তা দৃশ্যমান হয় এবং জন্ডিস হয়েছে বলে শনাক্ত করা হয়।জন্ডিস অনেক কারণে হয়ে থাকে। প্রথমত, যদি রক্তের লোহিত কণিকা অতিমাত্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বেশি মাত্রায় বিলিরুবিন তৈরি হয়। যেমন থ্যালাসেমিয়া নামের রক্তরোগ। দ্বিতীয়ত, বিলিরুবিন তৈরির কারখানা তথা লিভারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে জন্ডিস হবে। যেমন ভাইরাল হেপাটাইটিস, লিভার সিরোসিস, ক্যানসার। তৃতীয়ত, বিলিরুবিন যদি কোনো কারণে লিভার থেকে বের হতে না পারে, বাধাপ্রাপ্ত হলে জন্ডিস হয়। যেমন পিত্তনালির পাথর বা টিউমার।

কীভাবে বুঝবেন আপনার কোন ধরনের জন্ডিস হয়েছে? রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ বিবেচনা করে কারণ অনেকাংশে শনাক্ত করা যায়। অল্প বয়স, জন্ডিসের সঙ্গে রক্তশূন্যতা থাকলে বুঝতে হবে লোহিত কণিকার মাত্রাতিরিক্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকেই এর উৎপত্তি, যাকে মেডিকেলের

পরিভাষায় হিমোলাইটিক জন্ডিস বলে। জ্বর, পেটের ডান দিকে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি বা বমি ভাব হওয়ার পর চোখ ও জিব হলুদ হয়ে গেলে সাধারণত তাকে লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস মনে করা হয়। জন্ডিসের মাত্রা যদি অনেক বাড়তে থাকে, আর সঙ্গে পেটব্যথা, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, শরীরে চুলকানি থাকে, তখন পিত্তনালি বন্ধ হয়ে গিয়ে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এতে সার্জারি লাগে বলে এর আরেক নাম সার্জিক্যাল জন্ডিস।আমাদের দেশে সব বয়সের মানুষের অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস বা ভাইরাসজনিত লিভারের প্রদাহ হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। করোনাভাইরাসের এই সময়ে ভাইরাস সবার কাছে একটি আতঙ্কের নাম। হেপাটাইটিস ভাইরাসের জন্যও এ কথা প্রযোজ্য। ইংরেজি অক্ষর দিয়ে এই ভাইরাসগুলোর নামকরণ করা হয়ে থাকে, যেমন এ, বি, সি, ডি এবং ই ভাইরাস। আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ই ভাইরাসের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। এ এবং ই ভাইরাস খাদ্য বা পানিবাহিত রোগ, অর্থাৎ দূষিত খাবার বা খাওয়ার পানির মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায় এবং সাধারণত কোনো দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ তৈরি করে না। তবে কখনো কখনো মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। বি, সি এবং ডি ভাইরাস রক্তবাহিত, যা দূষিত রক্তের সংস্পর্শের কারণে হয়ে থাকে। এই ভাইরাসগুলোতে জটিলতাগুলো বেশি হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ হতে পারে, যা থেকে সিরোসিস, ক্যানসারসহ নানা জটিল পরিণতির দিকে যেতে পারে।

জন্ডিস একটি মারাত্মক ব্যাধি। জন্ডিস হলে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। রোগীর লক্ষণ শুনে এবং কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে এর কারণ নির্ণয় করা যায়। তারপর কারণ অনুযায়ী ব্যবস্থা। স্বল্পমেয়াদি ভাইরাল হেপাটাইটিসের চিকিৎসা নিয়ে আমাদের দেশে অপচিকিৎসা হয় অনেক। ঝাড়ানো, মালা পড়া, নানান রকমের কবিরাজি ওষুধ বা লতাপাতা খাওয়া আমাদের সমাজে একশ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয়। জন্ডিস চিকিৎসায় এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। উপরন্তু এসব কবিরাজি লতাপাতা-শিকড় অনেক সময় লিভারের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং চিকিৎসা বিলম্বিত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২২।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাঙালি জাতির প্রতিটি মহৎ, শুভ ও কল্যাণকর অর্জনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা রয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। সংকট উত্তরণে তার সরকার সব ধরণের সহযোগিতা করে যাবে এবং আওয়ামী লীগ দল হিসেবেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত ও আধুনিক সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে প্রিয় বাংলাদেশ।'

আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার দেয়া এক বাণীতে তিনি আরো বলেন, 'প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মোকাবিলায় আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। দেশের বিভিন্ন খাতে মোট প্রায় ১ লাখ ১ হাজার ১১৭ কোটি টাকার ১৯টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লাখ পরিবারকে এককালীন ২৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।' সম্প্রতি ২ হাজার ডাক্তার ও ৫ হাজার ৫৪ জন নার্সকে নিয়োগ দেওয়াসহ আরও প্রায় ৩ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জীবন ও জীবিকা রক্ষায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে প্রয়োজনীয় অফিস-আদালত-কলকারখানা চালু করা হয়েছে। সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যে কোন জরুরি চাহিদা মেটাতে ২০২০-২০২১ সালের অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। 'এই দুর্যোগে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষকে নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ সংকট উত্তরণে আমাদের সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করে যাবে। আওয়ামী লীগ দল হিসেবেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছে,' বলেন শেখ হাসিনা।

আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের অগণিত নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীসহ দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি স্মরণ করেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক সামসুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে।

'শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাসহ স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে শহীদ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের-যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আওয়ামী লীগ গণমানুষের এক সুবৃহৎ সংগঠনে পরিণত হয়েছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, বাঙালি জাতির মুক্তি ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকার কে এম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে ১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ভূখণ্ডে প্রতিটি প্রাপ্তি ও অর্জন সবই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাস মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগ এ দেশের মানুষের আত্মপরিচয়ের সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৫২'র ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২'র আইয়ুবের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৪'র দাঙ্গার পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে।'

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ এ দেশের মাটি ও মানুষের দল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগই অর্জন করেছে মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক এবং মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্বদানের সুমহান গৌরব। ১৯৭০'র নির্বাচনে বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগের পক্ষে নিরঙ্কুশ রায় দেয়। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১'র ৭ই মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

'১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যা। গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত সফল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্নের ফসল-স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে যখন জাতির পিতা তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরের সংগ্রামে নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তখনই ঘাতকেরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে ৩ নভেম্বর কারাগারে হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ও অবৈধ সেনাশাসকদের নির্যাতন আর নিপীড়নের মাধ্যমে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে। কিন্তু কোন অপচেষ্টা কখনও সফল হয়নি। আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতা-কর্মী, সমর্থকরা জীবন দিয়ে সকল প্রতিকূলতা, ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দলকে টিকিয়ে রেখেছে, শক্তিশালী করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে আবারও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। আওয়ামী লীগ সরকারই খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত করে। আওয়ামী লীগ সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পায়। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কারও মধ্যস্থতা ছাড়াই স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য শান্তি চুক্তি। আওয়ামী লীগের এই পাঁচ বছরের শাসনামলে জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল সময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামাত জোট সরকারের অপশাসন, দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে পুনরায় বিজয় অর্জন করে। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে আওয়ামী লীগ সরকার

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে সুস্থতার হারও

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২২।। বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১০৭তম দিনে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে সুস্থতার হারও। গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ হাজার ৫৫৫ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ৪৮০ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ৫২ জন কম শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৫ হাজার ৫৮৫টি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৫৩১ জন। দেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৮৬ জন। নমুনা পরীক্ষায় আজ শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৩৭ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার দশমিক ২৯ শতাংশ কম।

সোমবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৬৭৮ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৫৯৪ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১ হাজার ৮৪ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪৬ হাজার ৭৫৫ জন।

তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৩৮ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪০ দশমিক ১৪ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ২৪ শতাংশ বেশি। অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, দেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩৮ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকালের চেয়ে আজ ১ জন কম মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৩৯ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৫০২ জন। তিনি জানান, শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ। আগের দিনও এই হার ছিল ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৬ হাজার ২৮৭টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৫ হাজার ৭১০টি। গতকালের চেয়ে আজ ৫৭৭টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৫ হাজার ৫৫৫টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৫ হাজার ৫৮৫টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ৩০টি কম নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৬ লাখ ২৭ হাজার ৭১৯টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৩৩ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী। তাদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৬ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের ৩ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ১ জন রয়েছেন। ঢাকা বিভাগে ১৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২ জন, রাজশাহী বিভাগে ২ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ২ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন ও বরিশাল বিভাগে ৪ জন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে ২৫ জন এবং বাসায় ১২ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে ১ জনকে।

আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে আরও ৬১৮ জনকে এবং এ পর্যন্ত আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে ২০ হাজার ৪৩২ জনকে। গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৩৪১ জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৭ হাজার ৯৬৫ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন ১২ হাজার ৪৬৭ জন। বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে আইসোলেশন সেন্টার চালু রয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে ২ হাজার শয্যার আইসোলেশন সেন্টারে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ রয়েছে এবং সেখানে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী অক্সিজেন দেয়া যায়। তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে ২ হাজার ৬৬৩ জনকে, এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে ৩ লাখ ৪২ হাজার ২৬৬ জনকে। গত ২৪ ঘন্টায় কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন ১ হাজার ৯৭২ জন, এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিন থেকে মোট ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৭৮ হাজার ৩৫০ জন। বর্তমানে হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন ৬৩ হাজার ৮৯৬ জন। দেশে কোয়ারেন্টিনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) গত ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ৮ হাজার ৬০০টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৩ লাখ ৫৬ হাজার ৮৪০টি। বর্তমানে ১ লাখ ৭১ হাজার ৪৩১টি পিপিই মজুদ রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৭৫ হাজার ৭৫২টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ ৯৫ হাজার ৮৫৫টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩৮৮ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৬০৯ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ২৫ হাজার ৩২৩ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২১ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০ হাজার ২৪৮ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৮০ হাজার ৫৩৩ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৯৯ জন এবং এ পর্যন্ত ১৭ হাজার ২১৩ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২১ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৮৩ হাজার ২০ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭ লাখ ৮ হাজার ৮ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪ হাজার ৪৪৩ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৬১ হাজার ৭১৫ জন বলে তিনি জানান।করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

শহিদ ২০ ভারতীয় সেনার রক্তের বদলা নেওয়ার দাবি করিমগঞ্জ কংগ্রেসের, পুড়েছে শি জিংপিঙের কুশপুতুল

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চিনা আগ্রাসনে শহিদ ২০ ভারতীয় সেনার রক্তের বদলা নিতে হবে। বর্তমানে লাদাখ সীমান্তের পরিস্থিতিও দেশবাসীর সামনে খোলসা করতে হবে। চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিংপিঙের কুশপুতুল পুড়িয়ে এই দাবি তুলেছে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস।

লাদাখ সীমান্তে দেশ ও দেশের সেনাবাহিনীর উপর চিনা সৈনিকদের আগ্রাসন ও হামলার প্রতিবাদে কংগ্রেস চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিংপিঙের কুশপুতুল পোড়ানো কর্মসূচির মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। চিনা রাষ্ট্রপতি মুর্দাবাদ, ভারতীয় সেনা জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভারী করে তুলেন কংগ্রেসিরা। সোমবার বেলা ১-টা নাগাদ করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ইন্দিরা ভবনের সামনে দলের জেলা সভাপতি সতু রায় ও বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের নেতৃত্বে চিনের

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের রেড জোন এলাকায় সাধারণ ছুটি কঠোরভাবে পালনের আহবান জানিয়েছেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২২।। করোনার বিস্তার রোধে ঝুঁকি বিবেচনায় সরকার যেসব এলাকা রেড জোন চিহ্নিত করে লকডাউন বা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে তা কঠোরভাবে পালনের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'সরকার নতুন করে করোনার উচ্চ ঝুঁকি বিবেচনায় বেশ কিছু জেলা ও সিটি করপোরেশনের সুনির্দিষ্ট এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। এ সকল এলাকার জনসাধারণকে কঠোরভাবে সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনের আহ্বান জানাচ্ছি। অনুরোধ করছি, ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার।'

ওবায়দুল কাদের সোমবার রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় নিজের বাসভবন থেকে নোয়াখালীতে কোভিট রোগীদের জন্য চিকিৎসা সারঞ্জাম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এই আহবান জানান।

নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালের জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে দু'টি আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর হস্তান্তর করে ওবায়দুল কাদের। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল হামিদ আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর দু'টি গ্রহণ করেন। দেশবাসীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য সচেতন হতে আবারো আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকার নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও টেস্টিং ক্যাপাসিটি এবং চিকিৎসার সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে ইতোমধ্যে ৬০টির অধিক কেন্দ্রে টেস্ট করা হচ্ছে যদিও আমাদের আরও টেস্ট সেন্টার বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে চিকিৎসা সরঞ্জাম, সুরক্ষা সামগ্রী সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যত প্রস্তুতিই নেয়া হোক না কেন বিশ্বব্যাপী আজ একটি অভিন্ন কথাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন- সেটি হলো নিজের সুরক্ষা; করোনা প্রতিরোধের সবচেয়ে সেরা কৌশল হিসেবে নিজেকে সচেতন রাখতে হবে, সুরক্ষা দিতে হবে। তাই আসুন, কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে আমরা সুরক্ষার প্রাচীর গড়ে তুলি, নির্মাণ করি সচেতনতা দুর্গ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, আপনারা জানেন- বাংলাদেশ সফররত চীনা বিশেষজ্ঞ দলটি সরকারের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীর দায়িত্ব পালনের প্রশংসা করেছেন। নমুনা পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে তারা মত প্রকাশ করার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতার অভাবের কথা বলেছেন। আমি আবারো সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি। মনে রাখবেন, এক সেকেন্ডের অবহেলা, হাত ধোয়ার ২০ সেকেন্ডের অলসতা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, লক্ষণ দেখা দিলে গোপন করবেন না। নিকটস্থ কেন্দ্রে পরীক্ষা করান। অনেকে লক্ষণ গোপন করে স্বাভাবিক চলাফেরার কারণে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। দয়া করে সবার স্বার্থে ঝুঁকি নেবেন না। অনেকে ফেসবুকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাওয়া প্রেসক্রিপশন ফলো করে ভয়ানক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন। প্রয়োজনে হটলাইনে যোগাযোগ করুন, টেলিমেডিসিন

ছয়ের পাতায়

বিনা লড়াইয়ে চিনকে জমি দিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস, তোপ জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি. স.): ভারত ও চিনের মধ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলা উত্তেজনা নিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড় মনমোহন সিংয়ের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিজেপি জাতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। যে দল ক্ষমতায় থাকাকালীন কোন রকমের লড়াই ছাড়াই দেশের জমি আত্মসমর্পণ করে দিয়েছিল। সেই দলেরই সদস্য হলেন মনমোহন সিং। তার এমন মন্তব্য শব্দের খেলা করা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি সভাপতি।

সোমবার মনমোহন সিংয়ের বিবৃতির পরে বিজেপি জাতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা একটি টুইট করেন।যাতে তিনি লিখেছেন, ড় মনমোহন সিং সেই দলেরই সদস্য, যারা ৪৩ হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত ভারতীয় জমি চিনকে দিয়ে দিয়েছিল। ইউপিএ সরকারের আমলে নিকৃষ্টতম রণনীতি দেখানো হয়েছিল এবং বিনা লড়াই করেই জমি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।বর্তমানে দেশের সামরিক বাহিনীর ওপর ভরসা রাখা উচিত।অন্যতম প্রধান বিরোধী দল

ছয়ের পাতায়

টিআরপি নির্ধারণ পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা আনা হবে : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২২।। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'অনুমোদনহীন টিআরপি সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা অবশ্যই আনতে হবে।'

তিনি সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, 'এখন কে কাকে টিআরপি দেয়, সেটি আমাদের জানা নেই। টিআরপি যারা করছে তারা কোথা থেকে অনুমতি নিয়েছে, কে তাদেরকে লাইসেন্স দিয়েছে -সেটি অনেকের প্রশ্ন। কারণ, বাংলাদেশে টিআরপি নির্ধারণের জন্য সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান নেই।'

আগে যেমন ক্যাবল নেটওয়ার্কে টিভি চ্যানেলের সিরিয়াল সামনের দিকে রাখার জন্য, এমনকি টিভি চ্যানেল যাতে বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায়, সেজন্যও নানা ধরণের অশুভ প্রতিযোগিতা ছিল, অনৈতিকতার আশ্রয় নেয়া হতো, সেটি বন্ধ করা হয়েছে উল্লেখ করে ড় হাছান বলেন, 'তেমনি আমরা জানতে পেরেছি, যে অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানগুলো টিআরপি নির্ধারণ করে, সেখানেও অশুভ, অসুস্থ প্রতিযোগিতা হয়, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।'

ভারত, শ্রীলংকা এবং ইউরোপের দেশগুলোতে টিআরপি কিভাবে নির্ধারণ হয় সরকার তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, জানান তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় টেলিভিশন শিল্পের দেশ ভারতে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি সংস্থা আছে সেই সংস্থা টিআরপি ঠিক করে দেয়।

তথ্যমন্ত্রী আরো জানান, এবিষয়ে এটকো (এসোসিয়েশন অভটেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স), ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার এবং অন্যান্য অংশীজন যারা আছে, তাদের সাথে আলোচনা করে আমরা এখানে অবশ্যই খুব সহসা একটি শৃঙ্খলা নিয়ে আসা হবে। কোনো অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান কোন টেলিভিশন কে কত বেশি দেখে, সেটি বলার বৈধ কোনো এখতিয়ার রাখে না।

অনুমোদনহীন টিআরপি নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, আমরা এখানে একটি শৃঙ্খলা নিয়ে আসবো এবং যারা অনুমোদন ছাড়া যারা এ কাজটি করে আসছে তাদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। এসময় অবৈধ ও অনৈতিক ওয়েবসিরিজ বিষয়ে জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ওয়েবসিরিজ, সিনেমা বা যেকোনো কিছু নির্মাণ ও প্রচার করার ক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হয়। আমাদের একটি কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি আছে, আমাদের সমাজের একটি মূল্যবোধ আছে। এটি অনেক সময় অনেকে মাথায় রাখেন না।

বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে এই দোহাই দিয়ে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে কোনো কিছু করা কখনোই সমীচীন নয়, আইনানুযায়ীও সেটি দন্ডনীয় অপরাধ, বলেন ড় হাছান। বাংলাদেশে ২০১২ সালে প্রণীত এ সংক্রান্ত আইনানুযায়ী এ ধরণের অশ্লীলতা প্রচারের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর কারাদন্ড, উল্লেখ করেন তিনি।

যে সমস্ত সার্ভিস প্রোভাইডার এ ধরণের ওয়েজসিরিজ প্রচার করার সুযোগ করে দিয়েছে, তাদের এ কাজের জন্য আদৌ কোনো লাইসেন্স আছে কি না, তা আমরা খতিয়ে দেখছি, জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, যদি লাইসেন্স না থাকে তাহলে এই অবৈধ কাজের জন্য

ছয়ের পাতায়

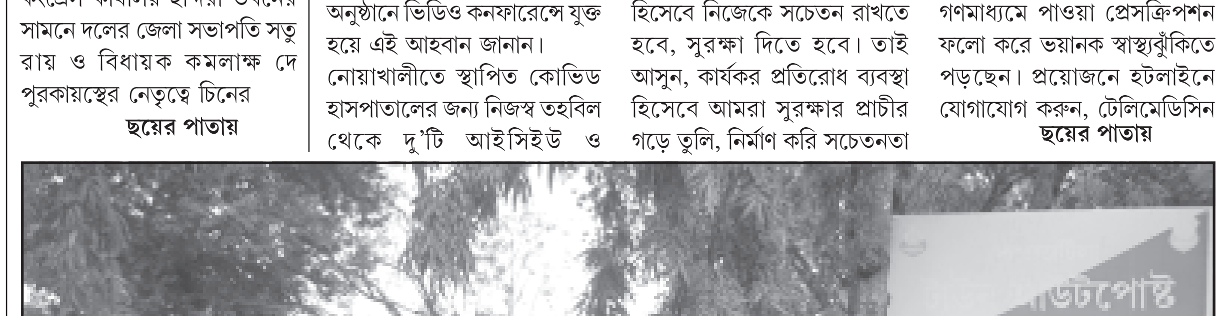

মঙ্গলবার সবুজ সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে সিদ্ধি আশ্রম থানায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

পাথারকান্দির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের কোভিড-১৯ পজিটিভ

গুয়াহাটি, ২২ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড-১৯-এ। সোমবার তাঁর নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে তাঁকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের কোভিড-১৯ সেলে ভরতি করা হয়েছে। তিনি আবার এই হাসপাতালের পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যানও।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বিধায়ক পালের পরিবারের সব সদস্যকে কোয়ারেন্টাইন করার ব্যবস্থা করেছে জেলা প্রশাসন। এছাড়া তাঁর সংস্পৃষ্টদের শনাক্ত করে তাঁদেরও কোয়ারেন্টাইনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জগত প্রকাশের

পাচের পাতার পর

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে জগত প্রকাশ বলেন, এই সেই কংগ্রেস দল যারা ক্রমাগত ভারতীয় সেনাবাহিনীর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন করে গিয়েছে।সেনাবাহিনীর মনোবলকে নষ্ট করার জন্য সচেষ্ট এই দল।মনমোহন সিংয়ের এই শব্দের খেলায় দেশবাসী বিশ্বাস করবে না।দেশের জনগণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আস্থাশীল এবং সমর্থন করে চলেছে।বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রকেই সর্বাগ্রে রেখেছেন।

সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

পাচের পাতার পর

সেবা গ্রহণ করুন। অযথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চিকিৎসা ফলো করবেন না, আপনার সমস্যা অন্যের সাথে নাও মিলতে পারে এতে আপনি ঝুঁকিতে পড়বেন।

বিএনপির ত্রাণ কার্যক্রমে বাঁধার অভিযোগের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, মির্জা ফখরুল সাহেব বিএনপিকে ত্রাণ কাজে বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, কোথায় কে বাধা দিয়েছে আপনারা স্পষ্ট করুন, তথ্য প্রমাণ দিন। অভিযোগ সত্য হলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। এছাড়া আমরা নিজেরাও খোঁজখবর নিচ্ছি। মানবিক কাজে বাধা প্রদান আওয়ামী লীগের নীতি নয়। সরকার সারাদেশের বিশেষ করে জেলা পর্যায়ে হাসপাতালে আইসিইউ সহ জরুরী সেবা সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, সরকারের পাশাপাশি এ সংকটকালে বেসরকারি উদ্যোগও যোগ করতে পারে নতুন মাত্রা। সামর্থ্যবানরা যেভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সেভাবে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারেন।

জিংপিঙের কুশপুতুল

পাচের পাতার পর

রাষ্ট্রপতির কুশপুতুল পোড়ানো হয়েছে।

কুশপুতুল পোড়ানোর পর জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশের সৈনিকদের পাশে আছে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সীমান্তে সৈনিকরা অতন্দ্র প্রহরায় রয়েছেন বলেই আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছি। লাদাখ সীমান্তে শহিদ ভারতীয় ২০ সেনার রক্তের বদলা নিতে হবে। সেই সঙ্গে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় বর্তমানে কী পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা-ও দেশবাসীর সামনে পরিষ্কার করে বলতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোড়ালো দাবি জানান জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।

বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, চিনা আগ্রাসনে ভারতীয় যে ২০ জন বীর সেনানী আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাঁদের এই শৌর্য দেশবাসী চিরদিন স্মরণে রাখবেন। দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ বীর সেনানীদের রক্তের উপযুক্ত বদলা নিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও।

আজকের কুশপুতুল পোড়ানো কার্যসূচিতে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র শাহাদত আহমদ চৌধুরী, সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, উত্তম মজুমদার, শহর মণ্ডল সভাপতি তাপসকান্তি পুরকায়স্থ, বিশ্বজিৎ ঘোষ, জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সংঘমিত্রা দাস, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, ভিকি কুরি, শুভঙ্কর দাস, সন্দীপ নন্দি, প্রদীপ কুরি প্রমুখ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আমফানের ক্ষতিপূরণের ২০ হাজার টাকা ফেরত দিলেন এক ব্যক্তি

হুগলি, ২২জুন (হি. স.) : আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত এক ব্যক্তি তার ক্ষতিপূরণের সরকারি সাহায্যের ২০ হাজার টাকা ফেরত দিলেন বিডিও অফিসে। হুগলির চণ্ডীতলা এলাকার গঙ্গাধর পুর পঞ্চায়েতের বাসিন্দা রবিন দে তার সরকারি অনুদান ২০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিলেন অন্যান্য গরীব অসহায় মানুষের জন্য যাদের এখনো খুব প্রয়োজন এই টাকার। এদিন বিডিও অফিসের সামনে দাড়িয়ে রবিন বাবু বলেন আমফানে তাঁর বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাঁর জন্য সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন তবে ইতিমধ্যে তিনি নিজের খরচেই সেই ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে ফেলেছেন। তাই তিনি সরকারি অনুদান ২০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিলেন বিডিও র হাতে যাতে সেই টাকা অন্য কাউকে সাহায্য করুক।

অন্যদিকে রবিন বাবুর এই কাজে খুশী এলাকার বাসিন্দারা। এমনকি চণ্ডীতলা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মলয় খা বলেন আমি রবিন বাবু কে সাধুবাদ জানাই যে তিনি তার অনুদানের টাকা অন্য গরিব মানুষের জন্য তুলে দিয়েছেন।তিনি আমাকে গত কয়েক দিন আগে বলেছিলেন যে আমি আমার বাড়ি ধিরে ধিরে ঠিক করে নিয়েছি তাই তাঁর রাজ্য সরকারের দেওয়া টাকা ফেরত দিতে চাই। আর সেই মত সহ সভাপতি মলয় খা বিডিওর সঙ্গে কথা বলে টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাবস্থা করেন।

শেখ হাসিনা

পাচের পাতার পর

নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গত সাড়ে ১১ বছরে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। স্বাস্থ্যসেবা এখন মানুষের দোরগোড়ায়। মানুষ বিনামূল্যে ৩০ ধরণের ওষুধ পাচ্ছেন। শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ বছরে পৌঁছেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। সাক্ষরতার হার ৭৩ ভাগের উপরে উন্নীত হয়েছে। ৯৬ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। "আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও কর্মমুখী করেছি। শহরের নাগরিক সুবিধা গ্রামে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করে মহাকাশ বিজয় করেছে বাংলাদেশ। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ২৮টির অধিক হাই-টেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি", বলেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি। ওয়াদা অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি। জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে বছরব্যাপী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী-মুজিব বর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ফলে আমরা মুজিববর্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জনসমাগম না করে টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করেছি। তবে মুজিব বর্ষে গৃহহীনদের ঘর করে দেয়া হবে। এদেশে কেউ গরীব, গৃহহীন থাকবে না।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পরিণত করবেন আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করতে পারব।"

স্বাস্থ্যবিধি মেনে, গণজমায়েত না করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি পালন করার আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী।

তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

পাচের পাতার পর

অবশ্যই আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর লাইসেন্স থাকলেও তাদের ডোমেইন ব্যবহার করে এ ধরণের অশ্লীল জিনিস প্রচার করাও দন্ডনীয় অপরাধ। সে বিষয়েও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

এর আগে তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সচিবালয়ে নিজ দপ্তর থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি আয়োজিত কোভিড-১৯ বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবীদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করেন।

আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনের সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুর সবুরের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপ-কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড় হোসেন মনসুর। খুলনা সিটি কর্পোরেশন মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ, বিশেষজ্ঞবৃন্দ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং সকল বিভাগের প্রশিক্ষণার্থীরা এতে অংশ নেন। এসময় ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কথা স্মরণ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগ জনগণের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা একটি দল। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সর্বদা আমাদের দল মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মৃত্যুঞ্জয়ী নেত্রী। তিনি সবসময় মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে জনগণের সেবা করে গেছেন, সেবা করে যাচ্ছেন, জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে আজ বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন।'

ড় হাছান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দলীয় নেতাকর্মীদের জনগণের পাশে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। আপনারা দেখেছেন আমাদের দলের বহুনেতা আজকে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত।আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ৮১ সদস্যের মধ্যে বরেণ্য নেতা মোহাম্মদ নাসিম, শেখ আবদুল্লাহ ও বদর উদ্দিন আহমদ কামরান -তিনজন ইতোমধ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তারা প্রত্যেকেই জনগণের পাশে থেকে কাজ করছিলেন উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য হাজী মকবুল হোসেনও জনগণের সাথে কাজ করতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুঃখজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু আমাদের দল মানুষের পাশে আছে এবং থাকবে। আজকে সেজন্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে এবং তারা এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে।'

ঘোষণা পুরীতে

তিনের পাতার পর

পরিষদ জানিয়েছে, পুরীর মন্দিরের অন্তত ২৫০০ জন পাণ্ডা রয়েছেন। কেবল যাঁরা রথযাত্রার সঙ্গে জড়িত তাঁদেরই ঢুকতে দেওয়া হোক। এরপরই সবদিক বিচার করে শর্তসাপেক্ষে রথযাত্রার অনুমতি দেয়।

এটিএস টিম

তিনের পাতার পর

সংস্পর্শে আসেন।

ইমানুল্লাকে গ্রেফতারের পরে ইউপি-র এটিএস টিম তদন্ত করলে সালমান খুরশিদের নাম উঠে আসে। এরপরে এটিএসের দল গভীর রাতে রামবান পুলিশের সহায়তায় সালমানের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। সালমানকে জিজ্ঞাসাবাদে রাজ্যের অন্যান্য যুবকদের তথ্য জানা যাবে যারা ইমানুল্লার সাথে যোগাযোগ করছেন।

সাহিত্যে রথযাত্রা, যেন নিরন্তন মনুষ্যত্বের মিছিল

কলকাতা, ২২ জুন (হি. স.): রথযাত্রা। কথাটির মধ্যেই বাঙালি জাতির পরম্পরা ও লৌকিক ভাবাবেগ জড়িয়ে রয়েছে।গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে ছেলের দলের ছোট রথ নিয়ে যাত্রা থেকে শুরু করে বড় দেবালয়ের বৃহৎ রথযাত্রা ছবি বাঙালি সমাজ দেখে অভ্যস্ত।কিন্তু করোনা কালে, তা ফিকে হয়ে গিয়েছে।বহু জায়গাতেই এবারের মতন বাতিল হয়ে গিয়েছে রথযাত্রা এবং রথের মেলা।ফলের রথের দিন বিকেলে পাপড় ভাজা, গরম গজার স্বাদ থেকে বঞ্চিত রাজ্যবাসী। তাই সাহিত্যের নির্যাস থেকে রথযাত্রা আনন্দ আস্বাদন গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ বাংলা সাহিত্যে রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়েই থেকে যায়নি, তা মানুষ ও মনুষ্যত্বের নিরন্তন মিছিল হয়ে থেকে গিয়েছে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা রথযাত্রার উল্লেখ রয়েছে।সেখানে সকল শ্রেণীর মানুষের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার কাহিনী বলা হয়েছে।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রথের রশি নাটকে রথযাত্রা বিষয়টি সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। সেখানে সমাজের শূদ্র জাতিকে রথের রশি ধরতে না দেওয়ার জন্য রথের মধ্যে থাকা দেবতা রুষ্ট হয়েছে। তাই রথ এগিয়ে যেতে পারছে না।কিন্তু নাটকের শেষের দিকে যখন শুদ্রদের রশি ধরার অধিকার দেওয়া হল।তখন রথ চলতে শুরু করল। রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টি সবদিক থেকেই মৌলিক।

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের (মহিলা বিভাগ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা পম্পা হেম্ব্রম জানিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার রাধারানী উপন্যাসে বাংলার ঐতিহ্যবাহী মাহেশের রথযাত্রার প্রসঙ্গ এনেছেন। নিজের মাকে ভাল রাখার জন্য ফুলের মালা নিয়ে রথের মেলায় বিক্রি করার উদ্দেশ্যে গিয়েছে রাধারানী। তার জীবন সংগ্রামে রথযাত্রা ও রথের মেলার এক অন্য ছবি ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রথের রশি নাটক কবির ধনতন্ত্রের প্রতি নিরুৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।সেখানে সমাজের শ্রমজীবী মানুষদের বঞ্চনা কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তারাই যে সমাজের মূল চালিকাশক্তি সেই প্রসঙ্গও এই নাটকে উঠে এসেছে। সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণীর মানুষরা শুধু ঋণী করে গিয়েছে। সেই বিত্ত দিয়ে তারা প্রাসাদ, দেবালয় গড়ে তুলেছে। ফলে দেখা দিয়েছে সমাজে বৈষম্য। তাদের আত্মশুদ্ধি ও আত্মমুক্তির আহ্বান করেছেন কবি। সনাতন ধর্মের কঠোপনিষদ রথকে শরীর হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেখানে চাকা ইন্দ্রিয়, সারথি বুদ্ধি, ঘোড়ার লাগাম মন, রথের যিনি মালিক তিনি আসলে আত্মা। এই আত্মাকে গড়ে তুলেছে পরমাত্মা।

উল্লেখ করা যেতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসেও রথের মেলার উল্লেখ রয়েছে যেখানে সমাজের শ্রমজীবী এবং বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষরা মেলার মধ্যে থাকা দোকানগুলির ফেলে দেওয়া জিনিস, উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিজের পরিবারের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। সমাজের এই চরম দিকটিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার লেখায় তুলে ধরেছিলেন। তার পুতুল নাচের ইতিকথাতে যাদব পণ্ডিতের মৃত্যুর দিন হিসেবে রথের উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহের নকশা ধর্মী লেখা হুতোম প্যাঁচার নক্সায় বাবুদের বিলাসিতা প্রসঙ্গে রথযাত্রার কথা এসেছে।

প্রসঙ্গত একবিংশ শতাব্দী ডিজিটাল যুগেও রথ বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। চিনা খেলনার আধিক্যের মাঝেও আজও বহু ভারতীয় পিতাকে দেখা যায় দশকর্মা ভান্ডারের সামনে কাঠের তৈরি রথ এবং মাটির জগন্নাথকে কিনতে। বর্তমানে আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলা হচ্ছে। এখানেও কিন্তু সেই বার্তা থেকে যাচ্ছে। যেখানে রথ কোন যুদ্ধের যান নয় বা ধর্মের প্রতীক নয়। সে শিশুদের খেলার সঙ্গী।গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা এবং মিশরীয় সভ্যতায় রথের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালে এদের কোনটাই চোখে দেখা যায় না। কারণ সেই সভ্যতার ধারা বহু শতাব্দীর আগেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সময়ের পুরনো প্রাচীন সভ্যতা ভারতে এই একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষ রথের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং জাতির আত্মার আনন্দকে খুঁজে পায়।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে চলন্ত ট্রাকে আগুন

রাজগঞ্জ, ২২ জুন (হি. স.) : রাজগঞ্জের করতোয়া এলাকায় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ওপর চলন্ত ট্রাকে বিধ্বংসী আগুন। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন চালক ও সহকারী চালক। সোমবার ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছায়। তবে তার আগেই স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলেন।

জানা গিয়েছে, পণ্যবোঝাই একটি ট্রাক শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় চালকের কেবিনে আগুন লেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েন চালক ও সহকারী চালক। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান। স্থানীয়রা বেশখানিকটা সময় নিজেদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে আসে। এরপর দমকলকর্মীরা আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলেন। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

সর্বদল বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন মুখ্যমন্ত্রী, জানালেন স্বরাষ্ট্র সচিব

কলকাতা, ২২ জুন (হি স):রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ও মোকাবিলা নিয়ে আলোচনা করতে বুধবার নবান্নে সর্বদল বৈঠকের আহ্বান রাজ্য সরকারের।"সর্বদল বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন মুখ্যমন্ত্রী" সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ও মোকাবিলা নিয়ে আলোচনা করতে বিরোধী নেতাদের নিয়ে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেখানে বিধানসভার সব নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দুপুর তিনটে থেকে বুধবার নবান্নে হবে এই বৈঠক। এই প্রসঙ্গে এদিন স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন "বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব আছে এমন দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদল বৈঠকে। সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দকেও আহ্বান জানিয়েছে রাজ্যের মুখ্য সচিব।সর্বদল বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়"।

অন্যদিকে আগামীকাল রথযাত্রা। রথযাত্রা উপলক্ষে এই বছর পূর্ণ দিবস ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রসঙ্গে এদিন বৈঠক করে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন," কাল রথযাত্রা র জন্য রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি। ছুটি দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সকল ধর্ম সকল বর্ণের প্রতি রাজ্য সরকার শ্রদ্ধা জানাই।তাই এই ছুটি"।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় দুস্থদের খাদ্যবিলি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২২ জুন (হি স):ফের মানবিক রূপ নিয়ে শহরবাসীর কাছে ধরা দিল কলকাতা পুলিশ। বর্তমানে শহর জুড়ে চলছে আনলক ওয়ান। করোনা কবলিত কঠিন পরিস্থিতিতে চরম সমস্যায় অসহায়-দুঃস্থ মানুষগুলো। তবে, মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে সপ্তাহের শুরুতেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দুঃস্থ অসহায়দের খাদ্যবিলি কলকাতা পুলিশের। দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরে রাজ করছে করোনা।করোনা আতঙ্কে গৃহবন্দী শহরতলী। কিন্তু কঠিন সমস্যায় শহরবাসী দিকে সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কখনও শাসন করে আবার কখনও মানবিক রূপ নিয়ে। মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে কলকাতা পুলিশ। লকডাউনে যেন সকল কলকাতা বাসীর দায়িত্ব নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কখনও শহরবাসীকে গৃহবন্দী থাকার জন্য পুলিশকর্তারা বার্তা দিচ্ছেন আবার কখনও অভুক্ত মানুষের মুখে খাবার তুলে খিদের জ্বালা মেটাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। ফের মানবিকতার নজির গড়লো কলকাতা পুলিশ।এদিন ভবানীপুর থানা এলাকাসহ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দুস্থ অসহায়দের হাতে খাবার তুলে দেয় কলকাতা পুলিশ।

সাদামাটাভাবে

● প্রথম পাতার পর

পর ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম এবং উজ্জয়ন্ত প্যালেস নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। জাদুঘরে প্রবেশের মুখে বিশালাকার জাতীয় পতাকা বসানো হয়েছে। সন্ধ্যায় অবসর বিনোদনের জন্য জাদুঘরকে ঘিরে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। ভেতরে এবং বাইরে উভয় স্থানেই ভিড় জমে চোখে পড়ার মতো। অবশ্য লকডাউনে মানুষের উপস্থিতি ছিল না। জাদুঘরও ছিল বন্ধ। কিন্তু, সম্প্রতি লকডাউন শিথিল হওয়ায় মানুষের ভিড় আবারও বাড়ছে।

৫০টি বছর পেরিয়ে ঐতিহ্যবাহী ওই জাদুঘর আজ নতুন রূপে দাঁড়িয়ে আছে। তবে, করোনা-র প্রকোপে আড়ম্বর ছিল না সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে। অবশ্য করোনা-র প্রকোপ মিটে গেলে মহাধুমধামে ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়ামে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদযাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ।

আইনমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

৫৩ শতাংশ। সাথে তিনি যোগ করেন, সুস্থ হওয়ার হারের দিক দিয়ে ত্রিপুরা থেকে এগিয়ে রয়েছে ৭টি রাজ্য। শুধু তা-ই নয়, নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও জাতীয় গড় থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে ত্রিপুরা। তাঁর কথায়, নমুনা পরীক্ষায় জাতীয় গড় প্রতি লক্ষে ৪.৩০৫ এবং ত্রিপুরায় ১৪,০১৩।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গতকাল করোনা আক্রান্তদের অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। তাছাড়া, সম্প্রতি চেন্নাই সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনেকে বিমানে ত্রিপুরায় ফিরছেন। ফলে, তাদের মধ্যে কয়েকজনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলছে।

সংস্থার

● প্রথম পাতার পর

কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সংস্থার কর্মকর্তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে তারাই গর্জে উঠবেন। তাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে পুলিশকে দায়ী থাকতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়। কলেজ টিলা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

চিন

● প্রথম পাতার পর

ভারতের তরফে থেকে তুলে দেওয়া হয়। ৭০ জন আহত চিনা সেনা কেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গোটা প্রক্রিয়ার ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে দুই দেশের মধ্যে মৃতদেহ আদান-প্রদানের সময় এটার উল্লেখ ছিল না যে চিনের কোন সেনা আধিকারিক মারা গিয়েছে কিনা। ঘটনার এক সপ্তাহ পরে অবশেষে সেই কথা মেনে নিল ধূর্ত চিন। এখন আশা করা যাচ্ছে মোট কতজন চিনা সেনা মারা গেছে সে বিষয়েও মুখ খুলবে বেজিং।

মহিলারা

● প্রথম পাতার পর

চলছে।

আজ সোমবার মন্দিরের গেট বন্ধ থাকায় মহিলারা পূজা না দিয়েই ফিরে গেছেন। তবে কয়েকজন মহিলা মন্দিরের গেটের বাইরেই সিঁদুর খেলেছেন। জনৈক মহিলা এ-বিষয়ে বলেন, স্বামী, সন্তান ও পরিবারের মঙ্গল কামনায় আমরা সিঁদুর খেলি। অম্বুবাচিতে এই রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরেই পালন করছি আমরা।

বিলোনীয়ায়

● প্রথম পাতার পর

এদিন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন স্থানীয় জনগণ। তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।

সন্ধান

● প্রথম পাতার পর

এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১২৪১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭৮২ জন সুস্থ হয়েছেন।

স্বস্তির বৃষ্টিতে বেহাল দিল্লি তাপমাত্রা পৌঁছল ২৯ ডিগ্রিতে

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.): আগামী ২৪-২৫ জুনের মধ্যেই বর্ষার আগমণ হতে চলেছে রাজধানী দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে। বর্ষার আগমণের প্রাক্কালেই প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল দিল্লি। সোমবার ভোররাত থেকে শুরু হওয়া টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে দিল্লির বিভিন্ন এলাকা। ভোররাত শুরু হওয়া বৃষ্টির জেরে দিল্লির রোহিণী, আদর্শ নগর, বুরারি, ইন্ডিয়া গেট, ম্যাক্স মুলার মার্গ, লোধী রোড প্রভৃতি এলাকায় জল জমে যায়।

প্রবল বৃষ্টির জেরে দিল্লির তাপমাত্রাও অনেকটাই নেমেছে। এক ধাক্কায় ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে দিল্লির তাপমাত্রা। রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কম থাকায়, বৃষ্টিতে তেমন সমস্যা হয়নি দিল্লিতে। বর্ষা আগমণের শুরুতেই এদিন সকালের বৃষ্টি বেশ ভালোই উপভোগ করেছেন রাজধানীর মানুষজন। উল্লেখ্য, সাধারণত দিল্লিতে বর্ষার আগমণ হয় ২৭ জুন। কিন্তু এবার ২৪-২৫ জুনের মধ্যেই বর্ষা ঢুকে পড়তে চলেছে দিল্লিতে।

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা, পুঞ্চ ও রাজৌরিতে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ২২ জুন (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ সোমবার ভোররাতে এবং ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণা ঘাঁটি এবং রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রথমে ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টর এবং রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী।

মৃত্যু বেড়ে ৫০,৬১৭

আটের পাতার পর

সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক হাজারেরও বেশি করোনা-রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে ব্রাজিলে মারণ এই ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫০,৬১৭ এবং আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০৮৫,০৩৮।

অসমের বিধায়ক

আটের পাতার পর

চিকিৎসাধীন রয়েছেন।আগামিকাল উনার পরিবারের সদস্য সহ অন্য যাদের সংস্পর্শে বিধায়ক এসেছেন তাদের প্রত্যেকের সোয়াব টেষ্ট করা হবে এবং তাদেরকে হুম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। পাশাপাশি ডিসি মহোদয় আরো জানা যে,উনি সাধারণ জনগণের সাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করেছিলেন সুতরাং সে ক্ষেত্রে তেমন ভয়ের কোন কারণ নেই।ধারনা করা হচ্ছে কোনও কোয়ারেন্টিন সেন্টারের সংস্পর্শে এসে তিনি সংক্রমিত হয়েছেন।উল্লেখ্য যে রবিবার ডিসি কার্য্যালয়ে হাতিখিরা বাগান পঞ্চায়েত কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে এক জরুরি সভাও করেছিলেন বিধায়ক।

২৬ বছর আগে, এ দিনেই শেষবার ম্যারাডোনা

ডি বক্সের বাইরে থেকে তীব্র শট। হতভম্ব গোলরক্ষক। ডিয়েগো ম্যারাডোনার এমন একটা গোল আজও চোখে ভাসে ফুটবলপ্রেমীদের। ১৯৯৪ বিশ্বকাপে গ্রিসের বিপক্ষে করা ওই গোলটিই যে দেশের জার্সিতে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির শেষ গোল! ক্যালেন্ডারের পাতায় ঘুরেফিরে এসেছে সেই দিনটি। দেখতে দেখতে ২৬ বছর হয়ে গেল। গোলটি ছিল দৃষ্টিনন্দন, সন্দেহ নেই। তবে সবাই মনে রেখেছেন এরপর ম্যারাডোনার সেই বন্য উদ্‌যাপন। বল জালে জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে কর্নার পতাকার দিকে ছুটে গিয়ে একটি টেলিভিশন ক্যামেরার লেন্সে মুখ রেখে সেই উদ্‌যাপনটি করেছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। কী যেন এক প্রত্যয় মাখা ছিল ম্যারাডোনার সেই উদ্‌যাপনে।৩৩ বছর বয়সে ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপটি খেলতে গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। ম্যাসাচুসেটসের ফক্সবোরোর সেই ম্যাচে গ্রিসকে ৪—০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ম্যারাডোনার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা শুরু করেছিল নতুন এক মিশন। পরের ম্যাচে নাইজেরিয়াকে ২---১ গোলে হারিয়ে সঠিক পথেই ছিল দল। কিন্তু এরপরই কী যেন হয়ে গেল। খবর এল নিষিদ্ধ ওষুধের নমুনা রক্তে পাওয়া যাওয়ায় বহিষ্কৃত হয়েছেন ম্যারাডোনা। ডোপ টেস্টে প্রিয় তারকার অকৃতকার্য হওয়ার খবরটায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল ম্যারাডোনা—ভক্তদের মাথায়।
গ্রিসের বিপক্ষে সেই গোলটির সময়ও কেউ কি ঘুণাক্ষরে ভেবেছিল, সেটিই হতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনার জার্সিতে ম্যারাডোনার শেষ গোল। নাইজেরিয়ার বিপক্ষে ক্লদিও ক্যানিজিয়াকে যখন দারুণ একটি বল বাড়িয়ে দিয়ে গোল করালেন তিনি, সেদিনও কি কেউ ভেবেছিল আর্জেন্টিনার জার্সিতে সেটিই হতে যাচ্ছে কিংবদন্তির শেষ ম্যাচ! তবে ক্যারিয়ারের শেষ গোলেও তিনি সবাইকে যেন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, ফুটবল ইতিহাসের সর্বকালের সেরাদের তালিকায় কেন তাঁর নাম ওপরের দিকেই থাকবে।''৯৪---এর বিশ্বকাপে ম্যারাডোনার নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে অনেক বিতর্কই আছে। এফিড্রিন জাতীয় একটি ওষুধের কারণেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল

ম্যারাডোনাকে। এক রাশ গ্লানি মাথায় নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন দেশে। তবে সেই এফিড্রিন সেবনের কারণ নিয়ে অনেক কথাই প্রচলিত আছে। ১৯৯১ সালের শেষ দিকে কোকেন সেবনের দায়ে ১৫ মাসের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন ম্যারাডোনাঅন্ধকার জগতে তাঁর পদার্পণের শুরুটা সেখান থেকেই। সেই নিষেধাজ্ঞা থেকে ফেরার পর নিজের ফিটনেস ফিরে পেতে নাকি এই এফিড্রিন সেবন করতেন তিনিম্যারাডোনা নিজেই এ কথা বলেছেন বহু জায়গায়। তিনি বলেছিলেন ফিফার অনুমোদন নিয়েই তিনি নাকি সেই ওষুধ খেতেন। দ্রুত ফিটনেসে ফেরার জন্য। আবার ম্যারাডোনাই বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সময়টায় তিনি একটা শক্তিবর্ধক পানীয় খেতেন, সেটাতে যে এফিড্রিন থাকে, সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না।
ক্যারিয়ারের চতুর্থ বিশ্বকাপটা নিয়ে তিনি রীতিমতো মরিয়া ছিলেন। ১৯৮২ সালে ২০ বছর বয়সী ম্যারাডোনা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরতে পারেননি। আর্জেন্টিনা বিদায় নিয়েছিল দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই। ম্যারাডোনার কপালে জুটেছিল লাল কার্ড। সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিলেন চার বছর পর, ১৯৮৬ মেক্সিকো বিশ্বকাপে। অনেকটা একক কৃতিত্বেই তিনি দেশকে জেতালেন দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। এরপর ১৯৯০ সালে ইতালিতে আবারও একক কৃতিত্বের শক্তিটা দেখালেন বিশ্বকে, ভাগ্যও তাঁকে সেবার সহায়তা করেছিল। প্রায় ভাঙা একটি দলকে তুললেন বিশ্বকাপের ফাইনালে। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনার শুরুটা সেখান থেকেই। জার্মানির কাছে বিতর্কিত পেনাল্টিতে গোল খেয়ে হেরে গেল আর্জেন্টিনা। ম্যারাডোনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন, কাঁদালেন সবাইকে। চুরানব্বইতে তাই মুখিয়ে ছিলেন আবারও নিজেকে প্রমাণের। কিন্তু শেষটা তাঁর হয়েছিল যাচ্ছেতাই। ম্যারাডোনার জীবনের গল্পটাই এমন। গৌরব আর লজ্জা যেন সেখানে হাত ধরাধরি করে হাঁটে। তিনি সব সময়ই একটা বিশেষ চরিত্র, যে চরিত্র আনন্দ দিতে জানে, আবার বিতর্কে ডুবিয়ে দিতে পারে চারদিক। ফুটবলের গোটা ইতিহাসটাকেই যেন আরও বেশি প্রাঞ্জল করে তুলেছে এ কিংবদন্তির আবির্ভাব।সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলারের শেষ গোলের সেই স্মৃতি সে কারণেই অবিস্মরণীয় ফুটবল দুনিয়ায়।

পুলে-ড্রেসিংরুমে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন সাবেক সাঁতারু

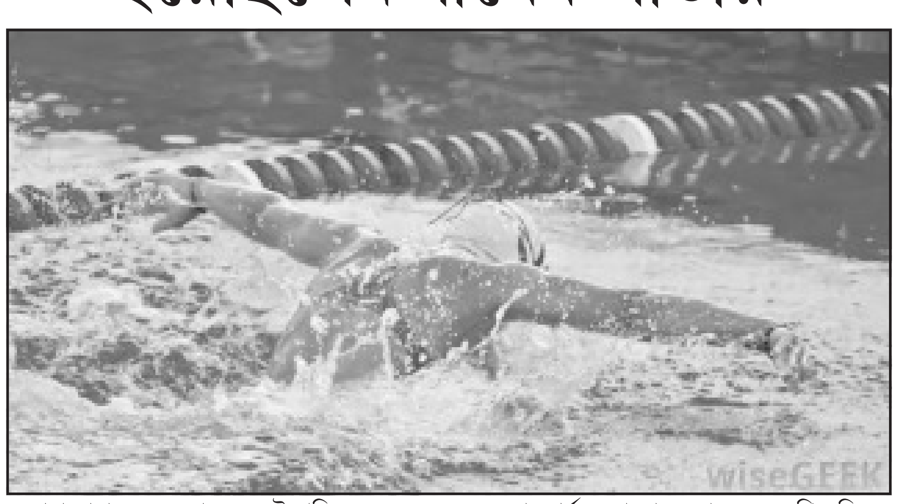

স্বপ্নেরা ডানা মেলতে না মেলতেই হারিয়ে যেতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তো আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলের ফ্রান্সের সাবেক সাতারু

কত স্বপ্ন ছিল জুলি বুখসিয়ের চোখেএকদিন বড় সাতারু হবেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেক পদক জিতে উজ্জ্বল করবেন দেশের মুখ। অথচ সেই স্বপ্নেরা ডানা মেলতে না মেলতেই হারিয়ে যেতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তো আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলের ফ্রান্সের সাবেক সাতারু। কারণ? নিজের সাঁতার ক্লাবের এক সতীর্থের দ্বারা নিয়মিত ধর্ষণের শিকার হতে হতে জীবনের প্রতিই মায়া হারিয়ে ফেলেছিলেন বুখসিয়ে।প্যারিসের উপকণ্ঠে এএএস সাহসেল সাঁতার ক্লাবে ২০১০ সালের আগস্ট থেকে ২০১৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে বেশ কয়েকবার ধর্ষণের শিকার হন বুখসিয়ে। সেই হতাশা থেকে ২০১৭ সালে একবার তিনি নিজের হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিলেন। সেবার বেঁচে যাওয়ার পর ২০১৮ সালে সাবেক ওই সতীর্থের বিরুদ্ধে মামলা করেন বুখসিয়ে। সেই মামলাটি নিয়ে সম্প্রতি আবার তদন্ত শুরু করেছেন প্যারিসের আদালত। আজ এমন খবরই দিয়েছে ফরাসি পত্রিকা লেকিপ।মামলার বিবরণে বুখসিয়ে লিখেছেন, তাঁকে ওই সাতারু পুলে, লকার রুমে, এমনকি তাঁর নিজের বাড়িতেও ধর্ষণ করেছে। কখনো কখনো তিনি বাঁধা দিয়েছেন। কিন্তু কখনো কখনো অনুশীলন শেষে এতটাই ক্লান্ত হয়ে যেতেন যে বাঁধা পর্যন্তও দিতে পারতেন না। নিজের প্রতি ঘটে যাওয়া নির্যাতন নীরবেই সহ্য করতেন। বুখসিয়ে বলেছেন, 'মাঝেমধ্যে আমি খুব ক্লান্ত থাকতাম। কোনো বাঁধা নিয়ে সবকিছু ঘটতে দিতাম আর লজ্জায় মরে যেতাম।'

মাঠে দর্শক এনে করোনা ছড়াল রেড স্টার বেলগ্রেড

রেড স্টার বেলগ্রেডের পাঁচ খেলোয়াড় করোনা আক্রান্ত। আঙুল বেলগ্রেড ডার্বির দিকেতাঁরা ভেবেছিলেন করোনা থেকে মুক্তি মিলেছে। সার্বিয়ান ফুটবল কর্তৃপক্ষ তাই সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ফুটবল তো মাঠে ফিরিয়েছেনই, গ্যালারিতে দর্শক ঢোকার অনুমতিও দিয়ে দেন। কুফলটা কিছু দিন পর টের পেল দেশটির সবচেয়ে বিখ্যাত ক্লাব রেড স্টার বেলগ্রেড। দলটির পাঁচজন ফুটবলার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ক্লাবটি আজ জানিয়েছে এই খবর। বেলগ্রেডে ফুটবল দেখতে গিয়ে সার্বিয়ার প্রতিবেশী মন্টেনেগ্রোতেও নতুন করে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়েছেন কিছু ফুটবল ভক্ত।
সার্বিয়ান সরকার এ মাসের শুরুতে লকডাউন শিথিল করে দেয় দেশটিতে। উন্মুক্ত স্থানে জনসমাবেশের ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেয় দেশটি। ১২ দিন আগে ১৬ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পার্টিজান বেলগ্রেডের বিপক্ষে একটি ম্যাচ খেলে রেড স্টার। করোনা হানা দেওয়ার পর ইউরোপের কোনো ফুটবল ম্যাচে সবচেয়ে বেশি দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড এটি। এরপর শনিবার প্রোলেতেরকে হারিয়ে কাপ জয়ের পর ১০ হাজারেরও বেশি সমর্থকে সঙ্গে উদ্যাপন করে রেড স্টার। মাঠে খেলা দেখতে যাওয়া দর্শক, রেড স্টারের সাফল্য উদ্যাপন করা ভক্ত ও সংশ্লিষ্ট অন্যরা স্বাস্থ্যবিধির কিছুই মানেননি।তবে করোনা আক্রান্ত রেড স্টারের পাঁচ খেলোয়াড়ের চারজনের শরীরে আগেই করোনার উপসর্গ দেখা যাওয়ায় ফাইনালে খেলেননি তাঁরা। তবে রেড স্টার আজ এক বিবৃতিতে জানিয়ে ওই খেলোয়াড়েরা ভালো আছেন, 'খেলোয়াড়েরা ভালো আছে। তাঁদের কঠোর আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। ক্লাবের চিকিৎসক দলের সঙ্গে তাঁদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে।'সার্বিয়ার ফুটবল ম্যাচের প্রভাব পড়েছে প্রতিবেশী মন্টেনেগ্রোতেও।

কোহলিকে স্লেজিং আর ভালুককে খোঁচানো একই

এর আগের বার ভারত যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল, তিনি ছিলেন না দলে। বল টেম্পারিংয়ের দায়ে স্টিভ স্মিথের সঙ্গে এক বছরের নিষেধাজ্ঞা কাটাচ্ছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। ঘরে বসেই ওয়ার্নার দেখেছেন, সেবার ভারতের কাছে কীভাবে অসহায়ভাবে হেরেছে খর্বশক্তির অস্ট্রেলিয়া। এ-ও দেখেছেন, বিরাট কোহলিকে স্লেজিংয়ের পরিণতি কেমন ভয়াবহ হয়। অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু ওয়েড, প্যাট কামিন্সরা এরই মধ্যে সেটি থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। দুজনই বলেছেন, আগামী ডিসেম্বরে যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে আসবে ভারত, কোহলিকে আর খোঁচাবেন না, স্লেজিং করবেন না। স্লেজিং করলে নাকি কোহলি উল্টো আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। এখন দেখা যাচ্ছে ডেভিড ওয়ার্নারও হাঁটছেন একই পথে। তাঁর চোখে, ভালুককে খোঁচানোর পরিণতি যেমন ভয়ংকর হয়, কোহলিকে স্লেজিং করাও তেমনি।২০১৮-১৯ সালের সেই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জিতেছিল

ভারত। টেস্টে জিতেছিল ২-১ ব্যবধানে, ওয়ানডেতেও তা-ই। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হয়েছে ১-১ সমতায়। তা সেই সিরিজে না থাকলেও এর আগে-পরে তো কোহলির সঙ্গে অনেকবারই মাঠে দেখা হয়েছে ওয়ার্নারের। বচসাও হয়েছে। সেখান থেকেই ওয়ার্নারের উপলব্ধি, কোহলিকে খোঁচালে তিনি বরং আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন।
এমনিতেই বল টেম্পারিংয়ের কারণে এক বছরের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফেরানোর পর আচরণে আরও মার্জিত হয়েছেন ওয়ার্নার। মাঠের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিনোদন জুগিয়ে যাচ্ছেন অবশ্য একইরকমভাবে। তা নতুন এই মার্জিত ওয়ার্নারেরই উপলব্ধি, ''বিরাট কোহলি এমন একজন যাঁকে খোঁচানো কখনোই উচিত নয়। একটা ভালুককে তো খোঁচানোর কোনো মানেই হয় না!''ইন্ডিয়া টুডের সঙ্গে আলাপে ওয়ার্নার বুঝিয়ে দিলেন, এবারের সিরিজ খেলতে উন্মুখ হয়ে আছেন, ''দর্শকহীন স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে খেলাটা একটু পরাবাস্তব মনে হবে। তবে আমি সিরিজটার জন্য দলে জায়গা পেতে চাই, সিরিজটার অংশ হতে চাই।'' সর্বশেষ সিরিজের চেয়ে এবারের সিরিজ যে ভিন্ন হবে, তা-ও বললেন, ''গতবার আমরা খারাপ খেলিনি, কিন্তু খুব ভালো একটা দলের কাছে হেরে গিয়েছি। ওদের বোলিং তো কোনো ছাড়ই দেয়নি। এই মুহূর্তে ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ বিশ্বসেরা, কিন্তু আমাদের বোলাররাও সেটিকে লক্ষ্য রেখেই বোলিং করবে। ভারতীয় দর্শক সেটি দেখতে উন্মুখ থাকবে নিশ্চিত।''

'এই মুহূর্তে খেলার মতো ফিট নন রোনালদো'

৯৬ দিন পর মাঠে ফিরেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তবে ঠিক যেন ছন্দে নেই জুভেন্টাসের তারকা। ইতালিয়ান কাপের সেমিফাইনালে নিজেদের মাঠে এসি মিলানের বিপক্ষে তেমন ভালো খেলা উপহার দিতে পারেননি। ব্যর্থ হয়েছেন পেনাল্টি থেকে গোল করতেকখনো ঘরে বসে জিম করার ছবি দিয়েছেন, কখনো দেখা গেছে নিজের শহরে মাঠে শুটিং অনুশীলন করছেন। করোনাভাইরাস মহামারিতে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন সব ছবি দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিন্তু বাড়িতে বসে ব্যায়াম বা কখনো কখনো বাড়ির পাশের মাঠে একটু-আধটু শুটিং অনুশীলন করলেই কি আর যথেষ্ট ফিট থাকা যায়?সেটা যে যায় না তা স্পষ্ট হয়েছে ৯৬ দিন পর রোনালদো আবার মাঠে ফেরার পরই। ইতালিয়ান কাপের সেমিফাইনালে নিজেদের মাঠে এসি মিলানের বিপক্ষে তেমন ভালো খেলা উপহার দিতে পারেননি। ব্যর্থ হয়েছেন পেনাল্টি থেকে গোল করতে। জুভেন্টাস গোলশূন্য ড্র করেও কাপের ফাইনালে উঠেছিল প্রথম লেগে প্রতিপক্ষের মাঠে গোল করেছিল বলে।ফাইনালেও নাপোলির বিপক্ষেও দেখা গেছে সাদামাটা রোনালদোকে। গত বুধবার সেই ম্যাচে ১২০ মিনিট গোলশূন্য থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। ৪-২ গোলে হেরে শিরোপা বিসর্জন দিয়েছে জুভেন্টাস। এই ম্যাচের পর সমালোচনা চলছে কোচ মরিসিও সারির। কাটাছেড়া হচ্ছে রোনালদোর পারফরম্যান্স।সেই বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে সারিও মেনে নিয়েছেন তাঁর দলের সেরা খেলোয়াড়টি এই মুহূর্তে সেরা ফর্মে নেই। জুভেন্টাস কোচের কথা, 'আমি ক্রিস্টিয়ানোর সঙ্গে কথা বলেছি। শুধু রোনালদোই ছিল, আমি লম্বা সময় নিয়ে কথা বলেছি। আত্মবিশ্বাস হারালে চলবে না তার। আমার বিশ্বাস আগামীকাল (আজ বাংলাদেশ সময় রান পৌনে দুইটায় বোলোনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-IX/EE/RD/STB/2020-21, Dated-18/06/2020

On behalf of the 'Governor of Tripura the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PVVD Form no-7 up to 3.00 P.M. on 10/07/2020 for 07 (Seven) nos Construction work under the jurisdiction of RD Santirbazar Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8787450077 7005841976. Thy subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-725/2020-21 Executive Engineer RD Santirbazar Division Santirbazar, South Tripura

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA INVITES TENDERS IN SEALED COVERS FROM BONAFIDES FIRMS/SUPPLIERS FOR SUPPLY OF STORE ARTICLES TO WEST DISTRICT STORE (CLOTHING & GENERAL STORE) FOR USE OF THE WEST DISTRICT POLICE FOR THE YEAR OF 2020-21.
THE TENDERS/ QUOTATIONS WILL BE RECEIVED AT THE SP (WEST) OFFICE ON. 10-07-2020 FROM 10.00 HRS TO 15.30 HRS. THE TENDERS/QUOTATIONS WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT 16.00 HRS IN PRESENCE OF REPRESENTATIVES OF THE TENDERERS WILLING TO BE PRESENT AT THAT TIME.
LIST OF STORE ARTICLES AND TERMS AND CONDITIONS REGARDING TENDER ARE AVAILABLE AT CLOTHING AND GENERAL STORE, A.D.NAGAR POLICE LINE, AGARTALA, TRIPURA (WEST) OF FREE OF COST.

ICA/C-719/2020-21 Suepretendet of Police West Agartala, Tripura

NOTICE INVITING TENDER (2nd Call)

Sealed cover tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura for commercial bid & technical bid separately from the bonafied Suppliers/Manufacturers/Firms for purchasing of Stationery Pouds and other logistic support articles required by the office of the Superintendent of Police, Unakoti District Kailashahar for the year 2020-21 A copy of tender notice may be obtained at the cost of Rs.200/- (two hundred) only from the office of the undersigned on any working day during office hrs up to 1600 hrs. The closing time/date of the tender is at 1630 hrs on 30-06-2020 and may be opened on the same day, if possible.
Detail NIT and terms & condition may also be seen at following web site http://unakoti.tripurapolice.gov.in/.

ICA/C-715/2020-21 Superintendent of Police Unakoti Tripura Kailashahar

সন্ধ্যান চাই

উপরের ছবিটি শ্রী মৃন্ময় পাল চৌধুরী (৩৫) পিতা মৃত মনোরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং পদ্মেরপার, থানা কৈলাসহর। গত ৭.৫.২০১৮ইং তারিখে সকাল অনুমান ১১টায় পদ্মেরপার, হইতে নিখোজ হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা ঃ- বয়স ৩৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রং উজ্জ্বল, মুখমন্ডল গুলাকার, পরনে ধুসর রং এর শার্ট এবং কালো রং এর লম্বা প্যান্ট। কৈলাসহর থানার জি ডি ই নাম্বার ২১ তারিখ ৭.৫.২০১৮।
উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রহিল।
১) এস পি উনকোটি কৈলাসহর ফোন নং ০৩৮২৪ ২২২৩৯২
২) এস ডি পি ও কৈলাসহর ফোন নং ০৩৮২৪ ২২২২১৬
৩) ও সি কৈলাসহর থানা ফোন নং ০৩৮২৪ ২২২২৮৩

ICA/D-04/204-20

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মঙ্গলবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

নদীপথে বাংলাদেশ থেকে পণ্য পরিবহণে গুরুত্ব মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। নদীপথে বাংলাদেশ থেকে পণ্য পরিবহণে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য জোর দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি, বহিঃরাজ্য থেকে আগত পণ্যবাহী লরি গুলিকে চেক-আপ করার ক্ষেত্রে 'লেজার স্ক্যানার প্রযুক্তি' শীঘ্রই ব্যবহার করার জন্য পরিবহণ দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরোহিত্যে আজ সোমবার সচিবালয়ে পরিবহণ দফতরের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, আগরতলা আখাউড়া রেল লিঙ্ক প্রজেক্টের নির্মাণ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার রমন সিংলা, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দফতরের সচিব অপূর্ব রায়, বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পরিবহণ দফরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর নির্মীয়মাণ জেটি থেকে মূল সড়ক সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো দ্রুত নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের সাথে নদীপথে পণ্য পরিবহণ দ্রুত শুরু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী গোমতি নদীর গভীরতা বাড়ানোর বিষয়ে দফতরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন যাতে শীতকালে নদীর নাব্যতা বজায় থাকে। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল বিল্ডিঙের নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বহিঃরাজ্য থেকে আগত পণ্যবাহী লরিগুলিকে চেক-আপ করার ক্ষেত্রে 'লেজার স্ক্যানার প্রযুক্তি' শীঘ্রই ব্যবহার করার জন্য পরিবহণ দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি লরিগুলি যেন নিয়মের বাইরে অতিরিক্ত ভার বহন না করে সেদিকেও তিনি দফতরকে নজর দিতে বলেছেন। সভায় আগরতলা-আখাউড়া রেল লিঙ্ক প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুততার সাথে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া ধর্মনগর-কৈলাসহর-পেঁচারথল রেল লিঙ্ক প্রজেক্টের বিষয়ে বিস্তারিত খোজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রেও তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন।এদিনের সভায় রেজিস্ট্রেশন অব ভেহিক্যালস, রোড পারমিট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, কর সংগ্রহ, ধোঁয়া পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, মোটর ভেহিক্যাল আইনের আওতায় এনফোর্সমেন্ট, সড়ক সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সভায় পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিব এলএইচ ডারলং জানান, ২০১৯-২০ সালে মোট ৫৮,০৩২টি যানবাহন রেজিস্ট্রিকৃত করা হয়েছে। ৩,৯৪২টি রোড পারমিট দেওয়া হয়েছে। ৩,১৯৭টি ই-রিক্সার রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে। ৪২,৫৪৫ জনকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ৮০টি সড়ক সুরক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি জানান, ২০১৯-২০ সালে পরিবহণ দফতর পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ১,২৯১ টি অভিযান চালানো হয়েছে। প্রধানসচিব জানান, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চালকরা যেন মটর ভেহিক্যাল অ্যাক্ট যথাযথভাবে মেনে চলে সে জন্যই এই অভিযানগুলি করা হয়েছে। চলতি বছরে ৩০ মে, ২০২০ পর্যন্ত ৪,১৮৪টি নতুন যানবাহন রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। তিনি বলেন, চলতি বছরে সড়ক সুরক্ষা সম্পর্কিত ৪৫টি স্থানে হোর্ডিং লাগানোর কাজ চলছে। সাথে তিনি যোগ করেন, চলতি বছরে ৩৩টি ধোঁয়া পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। উদয়পুরে একটি বাস পোর্ট এবং ডম্বুরনগরের নারিকেলকুঞ্জে একটি হেলিপোর্ট নির্মাণ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উত্তেজনার পারদ চড়ছে! এলএসি-র কাছে যুদ্ধ ও বোমারু বিমান মোতায়েন করল চিন

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.): পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চিনের সেনাদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর থেকেই ভারত ও চিনের মধ্যে উত্তেজনার পারদ ক্রমশই চড়ছে, এমতাবস্থায় লাদাখ-ঝামেলা নিয়ে সোমবার ফের দুই দেশের মধ্যে, চিনের দিকে মোলডোতে শুরু হয়েছে কর্পস কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে ভারতীয় সেনা মোতায়েন দেখে রীতিমতো ভীত হয়ে পড়েছে চিন, তাই এবার যুদ্ধ ও বোমারু বিমান মোতায়েন করল চিন। গালওয়ান উপত্যকায় ১৫/১৬ জুন রাতে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর, এই প্রথম সোমবার পূর্ব লাদাখের চুশুল-মোলডোতে চলছে কর্পস কমান্ডার পর্যায়ের দ্বিতীয় বৈঠক। ভারতের পক্ষ থেকে ১৪ কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরিন্দর সিং এবং চিনের পক্ষ থেকে দক্ষিণ শিনজিয়াংয়ের সৈন্য জেলা প্রধান মেজর জেনারেল লিয়ু লিন আরও একবার সোমবার বেলা ১১.৩০ মিনিট থেকে সামনা-সামনি বসে বৈঠকে বসেছেন। এর আগে শেষ বৈঠক হয়েছিল ৬ জুন।

বৈঠক-পরিস্থিতিতেই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় যুদ্ধ ও বোমারু বিমান মোতায়েন করছে চিন। ভারত অবশ্য সতর্ক রয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে চারটি জায়গায় অতিরিক্ত যুদ্ধবিমান, বোমারু বিমান মোতায়েনের দিকে ধ্যান রাখছে ভারত।

চিনের বিরুদ্ধে দুটি যুদ্ধ করছে ভারত, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি. স.): চিনের বিরুদ্ধে দুটি যুদ্ধ করছে ভারত। একটি যুদ্ধ চিনের বিরুদ্ধে সীমান্তে চলছে অপরটি দেশের ভেতরে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে চলছে। আমাদের ২০ জন বীর পিছু হটেনি। তেমনি আমরাও হাল ছাড়ব না দুইটি যুদ্ধই আমরা জিতব বলে জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, কেন্দ্রের তরফে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে। দুটি সরকার মিলে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। দিল্লিতে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৫ হাজার। এর মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৬০০০। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার হতে এক সপ্তাহ সময় লেগেছে।

দিল্লিতে করোনা পরীক্ষার যে বেড়েছে তার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগে দিল্লিতে দিনে পাঁচ হাজার পরীক্ষা হত। এখন সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার।হোম কোয়ারান্টিনে থাকা করোনা রোগীদের এখন অক্সিমিটার দেওয়া হচ্ছে এতে একজন রোগী নিজেই শরীরের অক্সিজেনের মাত্রা জানতে পারে।ফোন করলে পাওয়া যাচ্ছে স্বাস্থ্য কর্মীদের সহায়তা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। দিল্লিতে এইসময় ৭ হাজার শয্যা খালি রয়েছে। আগামী দিনে করোনা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা অভাব দেখা দেবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

ভারত ও চিনের সম্পর্ক নির্ণায়ক পর্যায়ে রয়েছে, দাবি মনমোহনের

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি. স.): সীমান্তে ভারত ও চিনের মধ্যে উত্তেজনা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড় মনমোহন সিং। ভারত ও চিনের মধ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নির্ণয় নেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ রাখতে হবে সরকারকে। এই পদক্ষেপে ঠিক করে দেবে আগামী দিনে দুই দেশের সম্পর্ক কেমন হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

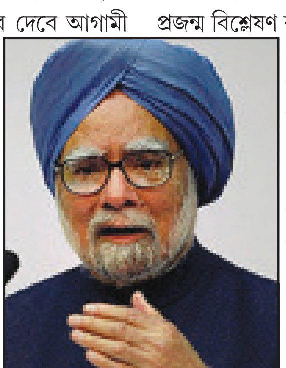

সোমবার ড. মনমোহন সিং জানিয়েছেন, ১৫ জুন, সোমবার রাতে গালওয়ান উপত্যকায় দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে কুড়িজন সাহসী বীর জওয়ান জীবনের সর্বোচ্চ বলিদান দিয়ে গিয়েছে। দেশের অখন্ডতা রক্ষার জন্য জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে গিয়েছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য লড়েছিল।

তাদের এই সর্বোচ্চ বলিদানের জন্য দেশবাসী চিরকাল ঋণী থাকবে। এই শহীদদের বলিদান যেন কোনও ভাবেই ব্যর্থ না হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্দেশ্য করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, সময়ের এই পরীক্ষার মুখোমুখি আমাদের হতে হবে। দেশের অখন্ডতা রক্ষার্থে কর্নেল বি সন্তোষ বাবু সহ কুড়ি জন বীর জওয়ানের আত্মাহুতির মান যেন আমরা রাখতে পারি। সেটা না রাখতে পারলে ঐতিহাসিক জনাদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

মনমোহন সিং আরও জানিয়েছেন, ইতিহাসের এক স্পর্শকাতর মোড়ে এসে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। যেখানে সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং নির্ণয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিশ্লেষণ করবে।বর্তমানে যারা দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের ঘাড়ে গভীর দায়িত্ব রয়েছে।গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেই দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর।দেশের সামরিক এবং ভূখণ্ডের হিতের প্রতি সজাগ থেকে খুব সতর্ক ভাবে ঘোষণা করার সময় শব্দচয়ন করতে হবে।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত গালওয়ান উপত্যকা এবং প্যাংগং স্ত - তে চিনা সেনা যে একাধিকবার অনুপ্রবেশ করেছে তা মনে করিয়ে দিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভূখণ্ডের অখন্ডতা নিয়ে কোনভাবেই চিনের চাপের কাছে নতিস্বীকার করা হবে না। তাদের এই ষড়যন্ত্রকে রোধ করার জন্য সরকারকে সমস্ত দিক দিয়েই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।পরিস্থিতি যেন আরো ভয়ানক না হয়ে ওঠে তা নিশ্চিত করতে হবে। গোটা রাষ্ট্রকে সংঘবদ্ধ হয়ে যোগ্য জবাব দিতে হবে।বিভ্রান্ত করা প্রচার কোনোভাবেই কূটনৈতিক এবং শক্তিশালী সরকারের বিকল্প হতে পারে না।

রাষ্ট্রপতির নিকট ইমেইলের মাধ্যমে দাবী সনদ পাঠাল সারা ভারত কৃষক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। করোনা অতি মহামারির পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য সভা, মিছিল, মিটিং জমায়েত না করে অভিনব কায়দায় কর্ম সুচি হাতে নিয়ে বিপন্ন শ্রমজীবী অংশের মানুষদের, কৃষক ও ক্ষেতমজুর অংশের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা কথা ভারতের রাষ্ট্রপতির নিকট ইমেইলের মাধ্যমে প্রেরন করেন সারা ভারত কৃষক সভা।

পঞ্চম দফা লকডাউন এর পর চলছে আনলক ওয়ান এই পরিস্থিতিতে বিপন্ন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চেয়ে ছয় দফা দাবি সনদ প্রেরন করলো সারা ভারত কৃষক সভা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কমিটি। সারা ভারত কৃষক সভা কেন্দ্রীয় কমিটির আহব্বানে দেশের সাথে রাজ্যের প্রতিটি জেলা মহকুমা অঞ্চল এবং ইউনিট কমিটি থেকে ইমেইল প্রেরন করা হচ্ছে বিশে জুলাই থেকে। এরই অঙ্গ হিসাবে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা অফিসে আয়োজিত কর্মসূচি থেকে জেলা সংগঠনের নেতাকর্মীরা ৬ দফা দাবি আদায়ে রাষ্ট্রপতির কাছে ই-মেইল প্রেরণ করে সোমবার। এই দিনের কর্মসূচিতে কৃষক সভা ও গনমুক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে মোট ১৩৩ টি ইউনিট থেকে ইমেইল পাঠানো হবে জানায় কৃষক সভা জেলা ও মহকুমার নেতৃত্বরা।

আয়কর দিতে হয়নাএমন পরিবার গুলিকে মাসে ৭৫০০ টাকা প্রদান করা ,আগামী ছয় মাস পর্যন্ত প্রত্যেক পরিবার কে দশ কেজি করে চাল দেওয়া, কৃষিজীবীদের মুজুরী ছয়শ টাকা করা সহ মোট ছয় দফা দাবীতে দাবি সনদ ইমেইল যোগে পাঠানো হয়। সেই সাথে প্রতিলিপি পাঠানো হয় প্রধানমন্ত্রী ,কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীদের কাছেও।

এ দিনের কর্মসূচীতে ছিলেন কৃষকসভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, কৃষক সভার জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, গনমুক্তি পরিষদের মহকুমা সম্পাদক গোপাল রিয়াং সহ অন্যান্য নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকরা।

লাদাখে শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,, ২২ জুন।। বিশালগড় প্রেসক্লাব এবং চড়িলাম নতুন বাজার ব্যবসায়ী কমিটির যৌথ উদ্যোগে লাদাখ সীমান্তে শহীদ হওয়া ২০ জন বীর জওয়ান কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় চড়িলাম নতুন বাজার কালী মন্দিরের সামনে ২০ জন শহীদ কে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। প্রথমেই শহীদদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চড়িলাম নতুন বাজার কমিটির সম্পাদক ভবতোষ দত্ত এরপর বিশালগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাধন সাধন দেবনাথ এবং সদস্য হারাধন দেবনাথ,সমীর ভৌমিক এবং জ্যোতির্ময় সাহা এরপর একে একে বাজার কমিটির সভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তারপর কালী মন্দির থেকে মোমবাতি নিয়ে একটি রেলি বাজার পরিক্রমা করে কালীঘাট মন্দিরের সামনে এসে শেষ হয়। এই রেলিতে বাজার কমিটির অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন ছিলেন বাজারের ব্যবসায়ীরা এবং বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আগে আলোচনা করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি সাধন দেবনাথ।

বাড়িতে থেকেই করোনা সংক্রমনের শিকার হলেন অসমের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ জুন।। এবার নিজ বাড়িতে থেকেই করোনা ভাইরাস সংক্রমনের শিকার হলেন অসম রাজ্যের বরাক উপত্যকার পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।এমন খবরে নিজ পাথারকান্দি সমষ্টির দলিয় কর্মি ও সমর্থকদের মধ্যে একরাশ দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে।সবাই উনার দ্রুত আরগ্য কামনা করেছেন।জানা গেছে গত ১৮ জুন বিভিন্ন সংবাদ কর্মি ও নিজের পিএ"দের সাথে ডিসি অফিস প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এক থ্রোট সোয়াব টেষ্ট শিবিরে বিধায়কের লালা রসের নমুনা সংগ্রহ করে শিলচরে পরীক্ষার জন্য প্রেরন করা হয়।আজ তাদের রিপোর্ট জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের হাতে আসার পর বিধায়ক করোনা পজেটিভ বলে ধরা পড়ে।পরবর্তিতে আজ সন্ধায় তাকে করিমগঞ্জ কোভিড হসপিট্যালে ভর্তি করার খবর পাওয়া গেছে।এদিকে বিধায়কের করোনা আক্রান্তের খবরে গোটা জেলা জুড়ে বিভিন্ন মহলে নানা গুঞ্জন উঠেছে।উনি কি করে করোনা আক্রান্ত হলেন,এমন প্রশ্ন সর্বত্র।গত দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাহিরে কোথাও যাননি।এদিকে বিষয়টি নিয়ে রাত নয়টা নাগাদ বিভিন্ন সাংবাদিকরা করিমগঞ্জ জেলার ডিসি আনবামুথান এমপিকে প্রশ্ন করলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। ডিসি বলেন বর্তমানে পাতারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল করিমগঞ্জ কোভিড হাসপাতালে

ছয়ের পাতায় দেখুন

গোয়ায় করোনায় প্রথম মৃত্যু, মারণ ভাইরাসে মৃত ৮৫ বছরের বৃদ্ধা

পানাজি, ২২ জুন (হি.স.): করোনাভাইরাসে মৃত্যু তালিকায় এবার নাম জুড়ে গেল গোয়ার। গোয়ায় প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে ৮৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধার, গোয়ায় করোনা-সংক্রমিত হয়ে এটাই প্রথম মৃত্যু। যদিও, গোয়ার জনগণকে মারণ এই ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশ্বজিৎ রাণে। সোমবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশ্বজিৎ রাণে জানিয়েছেন, গোয়ায় করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যু হয়েছে; মোরলেমের বাসিন্দা ৮৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধা যিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। জনগণকে আমি আশ্বস্ত করছি, প্রত্যেককে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমরা সমস্ত পদক্ষেপ নিচ্ছি।

গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, ৮৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা আস্থামা, ডায়াবেটিস এবং রক্তচাপের রোগী ছিলেন। করোনা-আক্রান্ত ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে সোমবার সকালে। প্রসঙ্গত, গোয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৫৪-তে পৌঁছেছে, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১২৯ জন এবং সক্রিয় করোনা-রোগী ৬২৫ জন।

ব্রাজিলে ভয়াবহ হয়ে উঠছে করোনা-পরিস্থিতি! মৃত্যু বেড়ে ৫০,৬১৭

রিও ডি জেনেইরো, ২২ জুন (হি.স.): দিন দিন ব্রাজিলে ভয়াবহ হয়ে উঠছে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি। মারণ করোনাভাইরাসে সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে আমেরিকার পরই সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ব্রাজিলের। ব্রাজিলে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,০৮৫,০৩৮-এ পৌঁছে গিয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৫০ হাজারেরও বেশি করোনা-রোগীর।

সোমবার ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরকারী আর্থিক সুবিধা পেয়ে কদমতলার কৃষকরা আপ্লুত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। লকডাউন এর কারণে যাতে কোন প্রকার গরিব অংশের মানুষের অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় তার কারণে দেশের প্রধানমন্ত্রী যে সকল গরিব কল্যাণ যোজনা রয়েছে তারা সবাই অতিরিক্ত সাহায্য পেয়ে উপকৃত হয়েছে এমনই একটি গ্রাম হল টঙ্গীবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতউত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর অন্তর্গত টঙ্গীবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে মিশ্র জনজাতির বসবাস এই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোট জনসংখ্যা রয়েছে ৫৭৫০ জন এখানকার বেশিরভাগই কৃষিকাজে নিয়োজিত এই লকডাউন এ প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার আওতায় রয়েছে চারশো চল্লিশ জন কৃষক, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা অন্তর্গত চল্লিশ জন মহিলা পেয়েছে বিনামূল্যে তিনমাসের গ্যাস সিলিন্ডার, জিরো ব্যালেন্স একাউন্টে দুশো জন পেয়েছে পাঁচশো টাকা করে এই অঞ্চলের কৃষকরা আনলক ওয়ানের সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে তাদের ক্ষেতে কৃষি কাজ এখন বর্ষা কালীন সময় তারা উৎপাদন করছে বর্ষাকালীন সবজি ইতিমধ্যেই তাদের কৃষি জমিতে ঢেঁড়স, লেবু, বরবটি, শসা, ঝিঙ্গা, কচু, মুখি, ইত্যাদি চাষ করে ফেলেছে এবং ফসল ভালোই হয়েছে এমনই কিছু কৃষক যেমন সায়েদ উদ্দিন, শামস উদ্দিন, শ্রীনিবাস চন্দ্র পাল জানান তারা গত দু"বছর ধরে কৃষি সম্মান নিধি পেয়ে আসছে এবং এই লকডাউন এর সুবাদে তারা অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা করে পেয়েছে এবং এই সময়ে খুবই উপকৃত হয়েছে তাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে অন্যদিকে তারা বলে লকডাউনের এর সময় যানবাহন বন্ধের কারণে তাদের ফসলের বীজ এবং সার আনতে অসুবিধা হচ্ছিল সেই মুহূর্তে টঙ্গীবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইকবাল উদ্দিন তাদের গ্রামের সবাইকে গাড়ির ব্যবস্থা করে সার এবং বীজ নিজ উদ্যোগে আনার ব্যবস্থা করে দেন অন্যদিকে ইকবাল উদ্দিন এই সময়ে প্রত্যেক দিন সমস্ত কৃষকদের ক্ষেতে নিজে গিয়ে তদারকি করেছেন যাতে করে কোনো কৃষকদের এই অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয় এই কথাগুলি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

লোকসমাগম ছাড়া রথযাত্রায় কোনও আপত্তি নেই কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.) : করোনা মহামারির জন্য কোনও লোকসমাগম ছাড়া রথযাত্রায় কোনও আপত্তি নেই। করোনা আবহে পুরীর রথযাত্রার নিয়ে করা আবেদনের শুনানিতে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানাল কেন্দ্র।কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, রাজ্য প্রয়োজনে মঙ্গলবার পুরীতে কার্ফু জারি করতে পারে। বিধিনিষেধ আরোপ করে রথযাত্রার পক্ষে ওড়িশা সরকারও।

রাত পোহালেই রথযাত্রা। শেষমুহূর্তের সব প্রস্তুতি সারা। রথ সাজানো থেকে তিনটি রথে অজ্ঞানমালা আনা, সবই হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার শ্রীমন্দির থেকে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের রথ বেরোবে কিনা তা অনিশ্চিত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে, বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী ও বিচারপতি এ এস বোপান্নার বেঞ্চ কী নির্দেশ দেয়, সেদিকে সাগ্রাহে তাকিয়ে সবাই। এই মালায় সুপ্রিম কোর্টে সোমবার কেন্দ্র জানিয়েছে, করোনা মহামারির জন্য কোনও লোকসমাগম ছাড়াই রথযাত্রায় কোনও আপত্তি নেই। এদিন শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের তিন সদস্যের বেঞ্চে এই শুনানি হয়। শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, রখযাত্রা কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসের জিনিস।

এবার যদি রথ না বেরোয় তবে আগামী ১২ বছর রীতি অনুযায়ী রথ বেরোতে পারবে না। কেন্দ্রর মত, রাজ্য প্রযোজনে মঙ্গলবার পুরীতে কার্ফু জারি করতে পারে। কেবলমাত্র যেসব লোকের করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ, তাঁরাই রথের কাছে থাকবেন।

একই বক্তব্য ওড়িশা সরকারেরও। তারাও নির্দিষ্ঠ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে রথযাত্রার পক্ষে।

নতুন করে মৃত্যু হয়নি ৬৭ বেড়ে রাজস্থানে করোনা-সংক্রমিত ১৪,৯৯৭

জয়পুর, ২২ জুন (হি.স.): রাজস্থানে করোনা-প্রকোপ বেড়েই চলেছে! মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬৭ জন। স্বস্তির বিষয় হল, নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে ৬৭ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪,৯৯৭। সোমবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৬৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। আক্রান্ত ৬৭ জনের মধ্যে আজমের-এ ৬ জন, দৌসায় ৫ জন, ঢোলপুরে ১০ জন, জয়পুরে ২৭ জন, ঝুনঝুনতে ৬ জন, কোটায় ৬ জন, সিরোহিতে একজন এবং টোঙ্ক জেলায় দু"জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৯৯৭-এ পৌঁছেছে। মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১১,৬৬১ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ২৯৮৭ এবং মৃত্যু হয়েছে ৩৪৯ জনের।

ছাত্রছাত্রীদের ইতিমধ্যেই গণিত বিষয় ওয়ার্ক বুক দেওয়া হয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। রাজ্যে এই প্রথম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ওয়ার্ক বুক দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের প্রয়াস নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে এই ওয়ার্ক বুক দেওয়া হবে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও জানান, শিক্ষা দপ্তরের প্রয়াস প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের গণিত বিষয়ের ওয়ার্ক বুক দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ইংরেজি বিষয়ের ওয়ার্ক বুক দেওয়া হবে।

রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থেই শিক্ষা দপ্তর এই উদ্যোগ নিয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে রাজ্যের বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি যদি গতবারের তুলনায় বেশি ফি আদায় করে তাহলে সেই বিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ১১টি বেসরকারি বিদ্যালয়কে অভিযোগের ভিত্তিতে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, গত মে মাসের ৬ তারিখ রাজ্যের ৩৪টি বেসরকারি বিদ্যালয়কে নিয়ে সভা করা হয়েছিল। সভায় বিদ্যালয়গুলির প্রতি আবেদন জানানো হয়েছিল এবছর যাতে তারা ফি বৃদ্ধি না করে। কিছু কিছু বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিয়েছে। রাজ্যের স্বার্থে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে আবারও সভা করবেন বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

বগাফা বন দপ্তরের খামখেয়ালীপনায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বনভূমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ জুন।। বগাফা বনদপ্তরের কাকুলীয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ এলাকায় প্রতিনিয়ত বনদস্যুরা দামী দামী গাছ গুলি কেটে নিয়েযাচ্ছে। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বনদপ্তর। এই দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক সুমন মল্ল ও কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জার শুভঙ্কর বিশ্বাস লোকদেখানোর জন্য প্রতিনিয়ত জাতীয় সড়কের পাশে রোড সাই প্লেন্টেশান ও রোড বউটিশান এর কাজে মনযোগ দিয়েছে। অপরদিক গভীর জঙ্গল থাকা দামী দামী গাছগুলো বনদস্যুদের হাতে তুলে দিয়েছেন। মল্ল বাবু আর বিশ্বাস বাবু খোব চালাকির সঙ্গে এই দপ্তরকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করছে। লোকগুঞ্জনে শুনাযায় এই দুজন আধিকারিক বনদস্যুদের সঙ্গে মাসিক রফাদফা করে বনভূমি ধংসের পথে ঠেলেদিয়েছেন। অপরদিকে লোকজনদের বুঝানোর জন্য জাতীয় সড়কের পাশেথাকা কাজগুলির উপর গুরত্ব দিয়েছেন। এই দুই আধিকারিকেরর নানান কুকির্তির কথা দক্ষিনের বন আধিকারিক জেনেও নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। উনার এই নিরবতানিয়েও প্রশ্ন জাগছে লোকমনে। এখন দেখার বিষয় প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বনভূমি সংরক্ষনে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।